ভারতবর্ষীয়

ষ্ট্যাম্প আইন।

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

মূল্য ।৵৹ আনা।

ভারতবর্ষীয়

ষ্ট্যাম্প আইন।

(২ আইন—১৮৯৯ সাল।)

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত।

তৃতীয় সংস্করণ

PUBLISHED BY

MESSORS S. BISWAS & BROTHERS,

231 Upper Chitpur Road, Bagbazar, Calcutta.

১৩০৮ সাল।

ভূমিকা।

সরকারী ষ্ট্যাম্প আইন সাধারণের পক্ষে বুঝা কিছু কষ্টকর বোধে এই পুস্তক প্রচারিত হইল জটিল অংশ ভাল করিয়া বুঝাইবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না যে সকল ধারা সাধারণের আবশ্যক আছে বুঝিয়াছি, সেই সকল ধারাগুলিই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে অনাবশ্যক ধারা অর্থাৎ যে গুলির সহিত রাজকর্ম্মচারীদের কেবল মাত্র সম্বন্ধ, তাহা বর্জ্জিত হইয়াছে

সিডিউলও সেই নিয়মানুযায়ী প্রকাশ করা হইয়াছে যে সকল দলিলের প্রচলন নিতান্ত কম, তাহার ষ্ট্যাম্পের নিয়মাদি ইহাতে প্রকাশ করিয়া অনর্থক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা যায় নাই

অনেক স্থলে ইংরাজির অবিকল অনুবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছি যে গুলি সহজে বোধগম্য নহে বলিয়া তন্নিম্নে সে গুলির ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে এক্ষণে ইহা যাহাদের জন্য লিখিত, তাঁহাদের উপকারে আসিলে প্রীত হইব। নিবেদন ইতি—

বাগবাজার,
১লা মাঘ ১৩০৬ সাল } শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

তৃতীয় সংস্করণ।

এবার সমস্ত সিডিউল ও অনেকগুলি ধারা সন্নিবিষ্ট হইল আশা করি ইহা সাধারণের পক্ষে আরও উপযোগী হইবে।

বাগবাজার।
২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ সাল } শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

ভারতবর্ষীয়

ষ্ট্যাম্প-আইন।

অর্থাৎ ১৮৯৯ সালের ২ আইন।

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১ ধারা (১) এই আইন ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যাম্প বিষয়ক ১৮৯৯ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে

(২) ইহা উত্তর ব্রহ্ম বৃটিশ বেলুচিস্থান সাঁওতাল পরগণা ও স্পিটি পরগণা সমেত সমস্ত বৃটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে, এবং

(৩) ইহা ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে।

২ ধারা এই আইনে বিষয় বিবেচনা কিম্বা পূর্ব্ব পর কথার দ্বারা বিপরীত বোধ না হইলে—

(১) "ব্যাঙ্কওয়ালা" শব্দে ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কওয়ালার কর্ম্ম করে এরূপ ব্যক্তিকেও বুঝাইবে (১)

(২) "বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ" শব্দে ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের অর্থনির্দ্দেশানুযায়িক বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ বুঝাইবে (২) এবং

---

(১) যাহারা হুণ্ডির কারবার করে তাহারাও ব্যাঙ্কওয়ালা

(২) যে দলিল দ্বারা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির বরাত ক্রমে উক্ত দলিল বাহক ব্যক্তিকে কেবল নির্দিষ্ট কোন টাকা দিতে বিনা সর্ত্তযুক্ত বরাত দাব কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আদেশ থাকে তাহাকে 'বিল-অব্-এক্সচেঞ্জ' বলে See Sec 5 of the Negotiable Instruments Act

সচরাচর যাহাকে সমাচারী, বরাতী এবং সিফারিসি চিঠি বলিয়া থাকে তদ্রূপ চিঠি

হুণ্ডী ও অপর যে কোন দলিল ক্রমে ঐ দলিলে লিখিত হউক বা না হউক, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন টাকা প্রদত্ত হইবার বা অপর কোন ব্যক্তির স্থানে কোন টাকা চেক ইত্যাদি কাটিয়া পাইবার স্বত্ববান হন বা স্বত্ববান বলিয়া প্রতীয়মান হন সেই দলীলও বুঝাইবে

(৩) "চাহিবা মাত্র টাকা দেয় এরূপ বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ" বলিতে—

(ক) কোন বিল অব্ এক্সচেঞ্জ বা প্রমিসরি নোট দ্বারা কোন টাকা দিবার কিম্বা কোন টাকার পরিশোধার্থ কোন বিল অব্ এক্সচেঞ্জ বা প্রমিসরি নোট অর্পণ করিবার, কিম্বা বিশেষ কোন ফণ্ড হইতে টাকা পাইতে পারা যাউক কি না যাউক অথবা কোন নিয়ম

ব্যবহার করিয়া কোন কোন স্থানে ষ্ট্যাম্প মাশুল ফাকি দেওয়া হইয়া থাকে, এই কথা বোর্ড অবগত হইয়াছেন এই সমস্ত চিঠির যে সকল নমুনার বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে:—

১। প্রকৃত সমাচারী চিঠি ইহার উপর ১৮৯৯ সালের ২ আইনের কোন্ বিধান অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না

২ বরাতী চিঠি যত টাকারই হউক, ইহার উপর ১৮৯৯ সালের ২ আইনের ১ তফশীলের ৪১ দফা অনুসারে এক আনা ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়

৩ হুণ্ডী বা বিল অব্ এক্সচেঞ্জ ইহার উপর ১৮৯৯ সালের ২ আইনের ১ তফশীলের ১২ দফা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হারে মাশুল দিতে হয়।

৪ শেষোক্ত দুই শ্রেণীর সহিত প্রথম শ্রেণীর প্রভেদ স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয় কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা তত স্পষ্ট নয়। বোর্ডের মতে প্রধান প্রভেদ এই যে বরাতী চিঠিতে ঠিক কত টাকা দিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ থাকে না (যত টাকা পর্য্যন্ত ধার দেওয়া যাইতে পারিবে ইহার নির্দ্দেশ থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে) কিন্তু হুণ্ডিতে ঠিক কত টাকা দিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ থাকে

(ক) এলাহাবাদের ক কলিকাতাস্থ খ কে লিখিতেছেন:— গ কলিকাতায় যাইতেছেন, তাঁহার যত টাকা দরকার আপনার উপর হুণ্ডী কাটিয়া লইবেন ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার হুণ্ডীর টাকা দিবেন ও আমাদের হিসাবে খরচ লিখিবেন

এইখানি বরাতী চিঠি

(খ) এলাহাবাদের ক কলিকাতাস্থ খ কে লিখিতেছেন:—"গ আমাদের নিকট ঘ কে দিবার নিমিত্ত ১০০০৲ টাকা জমা দিয়াছেন। ঘ চাহিলে বা তাঁহার অর্ডার ক্রমে ঐ টাকা তাঁহাকে দিবেন ও আমাদের হিসাবে খরচ লিখিবেন"

এইখানি হুণ্ডী।

পালিত হইতে পারুক কি না পারুক কি কোন ঘটনা ঘটতে পারুক বা না পারুক তজ্জন্য সেই নিয়মাধীনে বা সেই ঘটনা হইলে কোন টাকা দিবার আজ্ঞাপত্র

(খ) প্রতি সপ্তাহে, মাসে বা অন্য কোন নির্দিষ্ট কাল অন্তর কোন টাকা দিবার আজ্ঞাপত্র, এবং

(গ) 'লেটার অব্ ক্রেডিট' অর্থাৎ যে নিদর্শনপত্রক্রমে কোন ব্যক্তি যাঁহার অনুকূলে উহা লিখিত হয় সেই ব্যক্তিকে টাকা দিবার নিমিত্ত অপর কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দেন সেই নিদর্শনপত্রও বুঝাইবে

(৪) "বিল অব্ লেডিং" বলিতে "থ্রু বিল অব্ লেডিং"ও বুঝাইবে কিন্তু মেটের (১) রসিদ বুঝাইবে না

(৫) বণ্ড শব্দে—

(ক) যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এই নিয়মে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন যে নির্দিষ্ট কোন কার্য্য করা গেলে কিম্বা স্থল ভেদে না করা গেলে ঐ নিবন্ধ ব্যর্থ হইবে সেই নিদর্শনপত্র, (২)

(খ) আজ্ঞামতে অথবা বাহকের নিকট দেয় নয় সাক্ষীর স্বাক্ষরিত এমন যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য কাহাকেও টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহা, ও (৩)

---

(১) জাহাজের কোন কর্ম্মচারী কোন মাল প্রাপ্তির যে রসিদ দেন তাহাকে বলে

(২) ইহাতে অনেকে মনে করেন যে এই বিধানের মর্ম্মানুসারে একরারে তমস্সুকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয় অর্থাৎ একরার যত টাকার হইবে তাহার উপর তমস্সুকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয়, কিন্তু ইহার অর্থ তাহা নয় ইহা জামিনী কবুলতির জন্য লিখিত হইয়াছে যথা 'কোন কার্য্য করা গেলে' অর্থাৎ মনে করুন যদি সর্ত্ত থাকে যে "এ জায় দেয় খাজনা তামাদি করিলে জামিনী টাকা হইতে সেই টাকা মায় খরচ আদায় হইবে " সুতরাং গোমস্তা খাজনা তামাদি হইতে দিলে তিনি তাহার দায়ী, কারণ উক্ত ব্যাখ্যানুসারে তিনি নিয়ম ভঙ্গ করিতেছেন এখানে যে কার্য্য করা নিষেধ তাহা করা হইতেছে সুতরাং নিবন্ধ ব্যর্থ হইল না আর 'না করা গেলে' অর্থাৎ দলিলে আছে 'টাকা তছরূপ করিলে সমস্ত টাকা মায় খরচা দিতে হইবে।' সুতরাং তছরূপ না করা গেলে নিবন্ধ ব্যর্থ হইতেছে

(৩) আজ্ঞামতে (on demand) অথবা বাহকের (bearer) নিকট দেয় হইলে তাহা হ্যাণ্ডনোট হইবে সুতরাং তদ্ব্যতীত সাক্ষীর স্বাক্ষরিত এমন যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য কাহাকে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহা,—(ইহাই সাধারণ তমস্সুকের কথা।)

(গ) উক্তমতে স্বাক্ষরিত যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য কাহার নিকট শস্য বা কৃষিজাত অন্য দ্রব্য অর্পণ করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহাও বুঝাইবে (১)

(৬) এই আইনের আরম্ভের পর যে নিদর্শনপত্র সম্পাদিত বা প্রথম সম্পাদিত হয় তৎসম্বন্ধে "মাসুলযোগ্য" শব্দে এই আইন অনুসারে মাসুলযোগ্য বুঝাইবে, এবং অন্য নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে যৎকালে সেই নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হয় অথবা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইলে যৎকালে সেই নিদর্শন পত্র প্রথম সম্পাদিত (২) হয় তৎকালে বৃটিশ ভারতবর্ষে যে আইন প্রবল ছিল তদনুসারে মাসুলযোগ্য বুঝাইবে

(৭) নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যাঙ্কওয়ালার নামে যে বিল অব্ এক্সচেঞ্জ লিখিয়া দেওয়া যায় চাহিবামাত্র টাকা দেয় স্পষ্টাক্ষরে ইহা ভিন্ন অন্য নিয়ম তাহাতে না থাকিলে "চেক" শব্দে সেই বিল অব্ এক্সচেঞ্জ বুঝাইবে

(৮) "রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়ক কর্ত্তৃপক্ষ" এই শব্দে—

(ক) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ও বঙ্গদেশের ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ও অযোধ্যার চীফ কমিশনর সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীন দেশে রেবিনিউ বোর্ডকে বুঝাইবে

(খ) সিন্ধুদেশের ও বোম্বাই নগরের সীমার বহির্ভূত বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে যে কোন রেবিনিউ কমিশনর সাহেবকে বুঝাইবে

(গ) সিন্ধুদেশে কমিশনর সাহেবকে বুঝাইবে

(ঘ) পঞ্জাব ও উত্তরবঙ্গ সমেত ব্রহ্মদেশে ফিনানশ্যল কমিশনর সাহেবকে বুঝাইবে। এবং

(ঙ) অন্যত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া এতৎপক্ষে যে কর্ম্মচারী ক নিযুক্ত করেন তাঁহাকে বুঝাইবে

---

(১) উক্তমতে স্বাক্ষরিত যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য কাহার নিকট শস্য বা কৃষিজাত অন্য দ্রব্য অর্পণ করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহাও বুঝাইবে

ইহাও সাধারণ তমস্থকের কথা (খ) দফায় টাকার কথা লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে অর্থাৎ (গ) দফায় শস্য বা কৃষিজাত দ্রব্যের কথা লেখা হইয়াছে তমস্থক টাকা লইয়াও হয় এবং শস্যাদি লইয়াও হয় তাহাই এই দুই দফায় বর্ণিত হইয়াছে শস্যাদি লইলে তাহার সেই দিনের বাজার দর ধরিয়া ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে

(২) একখানি দলিল যদ্যপি পাঁচ জন কর্ত্তৃক পাঁচ বারে সম্পাদিত হয় তাহা হইলে প্রথম যিনি স্বাক্ষর ইত্যাদি করেন তাহাকে 'প্রথম সম্পাদন' কহে

(৯) "কালেক্টর" শব্দে—

(ক) কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের সীমার মধ্যে ক্রমান্বয়ে কলিকাতার, মান্দ্রাজের ও বোম্বাইর কালেক্টর সাহেবকে বুঝাইবে ও সেই সেই নগরের সীমার বহির্ভূত স্থানে জেলার কালেক্টর সাহেবকে বুঝাইবে, এবং

(খ) ডেপুটী কমিশনরকে ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া এতৎপক্ষে যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেও বুঝাইবে

(১০) "সমর্পণপত্র" শব্দে বিক্রয়ের সমর্পণপত্রও বুঝাইবে এবং যে নিদর্শনপত্রক্রমে কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় এবং যাহার সম্বন্ধে প্রথম তফশীলে বিশেষ করিয়া প্রকারান্তরের বিধান করা হয় নাই সেই নিদর্শনপত্র ঐ শব্দের অন্তর্গত।

(১১) কোন নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে "নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প করা" এই শব্দগুলির প্রয়োগ হইলে তাহাতে এই বুঝাইবে যে, ঐ নিদর্শনপত্রে উপযুক্ত টাকার অন্যুন টাকার আটাল বা ছাপা ষ্ট্যাম্প আছে ও বৃটিশ ভারতবর্ষে উপস্থিত সময়ের প্রচলিত আইন অনুসারে ঐ ষ্ট্যাম্প লাগান বা ব্যবহার করা হইয়াছে

(১২) নিদর্শনপত্র সম্পর্কে "সম্পাদিত" ও "সম্পাদন" শব্দের ব্যবহার হইলে, "স্বাক্ষরিত" ও "স্বাক্ষর" বুঝাইবে।

(১৩) 'ছাপা ষ্ট্যাম্প' শব্দদ্বয়ে—

(ক) উপযুক্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক লাগাইয়া বা ছাপিয়া দেওয়া টিকিট, এবং

(খ) ষ্ট্যাম্প কাগজে বুটি তোলা বা খোদা ষ্ট্যাম্পও বুঝাইবে

(১৪) যে কোন দলীলের দ্বারা কোন স্বত্ব বা দায়িত্ব সৃষ্ট, হস্তান্তরিত, সীমাবদ্ধ, প্রসারিত, লুপ্ত বা লিপিবদ্ধ হয় অথবা সৃষ্ট, হস্তান্তরিত, লুপ্ত বা লিপিবদ্ধ হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, "নিদর্শনপত্র" শব্দে তদ্রূপ প্রত্যেক দলীলই গণ্য

(১৫) যে নিদর্শনপত্রক্রমে কোন সম্পত্তির সহঅধিকারীরা আপনাদের মধ্যে সেই সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাগ করেন কিম্বা করিতে সম্মত হন, "বণ্টন পত্র" শব্দে সেই নিদর্শনপত্র বুঝাইবে। রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষের অথবা দেওয়ানী আদালতের বণ্টন করিবার চূড়ান্ত আদেশ

এবং বণ্টনের আদেশসূচক কোন সালীসের মীমাংসা পত্রও উক্ত শব্দে বাচ্য (১)

(১৬) "ভোগানুমতিপত্র" শব্দে স্থাবর সম্পত্তির ভোগানুমতি পত্র এবং নিম্নলিখিত লিপিগুলিও বুঝাইবে—

(ক) পাট্টা

(খ) পাট্টার অনুলিপি এমন যে কবুলিয়ত বা অন্য লিপিদ্বারা কোন স্থাবর সম্পত্তির (২) আবাদ কি অধিকার করিবার কি তজ্জন্যে খাজানা দিবার বা অর্পণ করিবার অঙ্গীকার করা যায় তাহা,

(গ) যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন প্রকারের টোল ইজারা দেওয়া যায় তাহা;

(ঘ) ইজারার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইলে প্রার্থনা পত্রের উপর এই অর্থ বোধ হইবার অভিপ্রায়ে যাহা কিছু লেখা হয় তাহা

(১৭) কর্জ্জস্বরূপে যে টাকা দেওয়া গেল বা দেওয়া যাইবে (৩)

---

(১) "রাজস্ব সম্পর্কীয়" হইতে "শব্দে বাচ্য" পর্য্যন্ত অংশটুকু নূতন পূর্ব্বে বণ্টনের মোকর্দ্দমা দাওয়ানি আদালতে রুজু করিয়া লোকে বা সালিস মাস্ত দ্বারা কার্য্যসমাধা করিয়া রসুম ফাকি দিত বলিয়া ইহার সংযোজনা। (Read speach by Hon ble Sir James West and ; India Gazette of 21st January 1899)

রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষ অর্থে ডেপুটী কালেক্টর কর্ত্তৃক উর্দ্ধতম কর্ম্মচারীদিগের অনুমোদনে যে বাটোয়ারা সম্পন্ন হয় তাহাই বুঝিতে হইবে। (Read sections 90 to 93 of *Act 5 of 1897.*)

(২) অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার, পাট্টা বা কবুলতি পদ বাচ্য নহে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। খেয়াঘাটের কবুলতি হইতে পারিবে কিন্তু খোঁয়াড়ের কবুলতি হয় না, কেননা খোঁয়াড়ে পশুর আটক জনিত মাশুল মাত্র আদায় হয়, তাহা কোন স্থাবর সম্পত্তির আয় নহে সেইরূপে হাটে যদ্যপি তরিতরকারির তোলার ইজারা দেওয়া যায় তাহা পাট্টা বা কবুলতি বলিয়া গণ্য হইবে না। নৌকা ভাড়া দিলে তাহারও কবুলতি হয় না এ সকলের ষ্ট্যাম্প বার্ষিক ভাড়ার উপর তমসুকের ন্যায়। বাটীভাড়ার এগ্রিমেণ্ট স্থাবর সম্পত্তির আয়

(৩) টাকা পরে লইবার সর্ত্তেও বন্ধকনামা হইবে এই লেখা থাকিতে পারে যে 'আমি অদ্য ৫০০০) টাকার মধ্যে ৫০০, টাকা লইলাম, বাকি টাকা যখন যেমন আবশ্যক হয় লইব। এবং যে দিন যত টাকা লইব সেই দিন হইতে তত টাকার সুদ চলিবে। যখন যে টাকা লইব তাহার স্বতন্ত্র রসিদ দিব ' ইত্যাদি

তাহা কিম্বা বর্ত্তমান কি উত্তরকালীন কোন ঋণের টাকা কায়দা করিবার জন্যে কিম্বা কোন অঙ্গীকার পালন সুসিদ্ধ করিবার জন্যে, নির্দ্দিষ্ট কোন সম্পত্তি (১) সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে নিদর্শনপত্রক্রমে কোন স্বত্ব অন্য কাহাকে বা কাহার অনুকূলে হস্তান্তর বা সৃষ্টি করেন "বন্ধকীপত্র" শব্দে সেই নিদর্শনপত্রও বুঝায়

(১৮) "কাগজ" শব্দে বেলম কি পার্চমেণ্ট কিম্বা অন্য যে পদার্থের উপর নিদর্শনপত্র লেখা যায় সেই পদার্থও বাচ্য (২)

(১৯) "বিমাপত্র" শব্দে—

(ক) কোন ব্যক্তি প্রিমিয়ম পাইয়া যে নিদর্শনপত্রক্রমে অলক্ষিত কি অননুভাবিত ঘটনাদ্বারা সম্ভাবিত ক্ষতি কি হানি কি দায় হইতে অন্য ব্যক্তির ক্ষতির প্রতিবিধান করিতে প্রতিজ্ঞা করেন সেই নিদর্শনপত্র ;

(খ) জীবনের বিমাপত্র এবং যে কোন বিমাপত্রক্রমে দৈব দুর্ঘটনা বা পীড়া হইতে কোন ব্যক্তির ক্ষতির প্রতিবিধান হয় তাহা ও ব্যক্তি সম্পর্কীয় অন্য কোন বিমাপত্র এবং

---

(১) নূতন আইনের বিধান মতে নির্দ্দিষ্ট (specified) সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া আবশ্যক নতুবা তাহা বন্ধক মধ্যে গণ্য নহে কেহ যদ্যপি এমন লিখিয়া দেন যে আমার সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক দিলাম" তাহা হইলে সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল না বলিয়া তাহা বন্ধক মধ্যে গণ্য নহে বন্ধক নামার ষ্ট্যাম্প তালিকার (প্রথম তপসীল ৪০ প্রকরণ) (গ) লেখা আছে যে "আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত বা পরিবর্ত্তিত সিকুরিটী" হইলে তাহার জন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। কিন্তু দলিলে যদি এমন লেখা থাকে যে "বন্ধকি সম্পত্তিতে সমস্ত টাকা আদায় না হইলে আমার অন্যান্য সম্পত্তি হইতে আদায় হইবে' তাহা হইলে এই অংশটী অতিরিক্ত সিকুরিটী নহে কারণ অতিরিক্ত সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট নহে বলিয়া তাহা বন্ধকনামা বলিয়া গণ্য নহে কিন্তু সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হইলে সেই বিধান মতে ষ্ট্যাম্প দেয়। (৪০ প্রকরণের ফুট নোট পাঠ করুন)

হস্তান্তর আইনের ৫৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির কথা ছিল, ষ্ট্যাম্প আইনে ছিল না, এখন সে অভাব পূরণ করা হইয়াছে কিন্তু হস্তান্তর আইনে স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকেরই ব্যবস্থা আছে (specific immoveable property) কিন্তু ষ্ট্যাম্প আইনে তাহা নাই অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক দিলেও সুতরাং ষ্ট্যাম্প একই প্রকার দিতে হইবে

(২) মোটা অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের যে কোন কাগজে দলিল সম্পাদন করা চলে এবং রেজিষ্ট্রী হয় ডেমি কাগজ না হইলে যে দলিল লেখা পড়া হইবে না এমন কোন আইন নাই।

(গ) কোন অগ্নীসম্বন্ধীয় বিমাপত্র [illegible] মাসের অধিক কালের নিমিত্ত প্রথমতঃ দেওয়া হইলে তজ্জন্য যে ষ্ট্যাম্প মাসুল লওয়া যাইতে পারিত যদি সেই অগ্নীসম্বন্ধীয় বিমাপত্রের জন্য এবং তাহা পূর্ব্বে নূতন করিয়া লওয়া হইয়া থাকিলে সেই নূতন করিয়া লওয়ার জন্য সেই ষ্ট্যাম্প মাসুল দেওয়া না হইয়া থাকে তবে তাহা প্রবল রাখিবার অভিপ্রায়ে তাহা নূতন করিয়া লওয়ার যে লিপি প্রমাণস্বরূপ হয় তাহাও বুঝাইবে

(২০) "সামুদ্রিক বিমাপত্র" বা "সামুদ্রিক পলিসি বিমাপত্র" শব্দে—

(ক) সমুদ্রেই হউক বা দেশমধ্যেই হউক চলিবার জাহাজ বা জলযানের উপর কিম্বা কোন জাহাজ বা জলযানের কল, রশারশি বা আসবাবের উপর কিম্বা কোন জাহাজ বা জলযানের উপরিস্থিত যে কোন প্রকারের মাল বাণিজ্য দ্রব্য বা সম্পত্তির উপর কিম্বা কোন জাহাজ বা জলযানের ভাড়ার উপর কিম্বা কোন জাহাজ বা জলযানসম্বন্ধীয় বা তৎসম্পর্কীয় অন্য যে স্বার্থ আইনসঙ্গতরূপে বিমা করা [illegible] ইতে পারে তাহার উপর কৃত বিমাকে বুঝাইবে। এবং ঐ শব্দে—

(খ) যে চালান কার্য্যে (ক) দফার অর্থানুযায়িক সমুদ্র পথের দায় ছাড়া চালান কার্য্যঘটিত অপর দায়ও থাকে সেই চালান কার্য্যের জন্য চালান কার্য্যের প্রারম্ভ হইতে বিমার অন্তর্গত শেষ গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত মাল, বাণিজ্য দ্রব্য বা সম্পত্তির যে বিমা করা হয় সেই বিমাকেও বুঝাইবে

যে স্থলে কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত ভাড়া স্বরূপ কিম্বা অন্য কোন প্রকারে কোন টাকা দেওয়া হইয়াছে অথবা দেওয়া হইবে বলিয়া যে কোন প্রকারের মাল, বাণিজ্য দ্রব্য বা সম্পত্তি কোন জাহাজ বা জলযানের উপর থাকাকালীন তদ্বিষয়ক কোন দায় স্বয়ং গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন কিম্বা ঐরূপ কোন মাল, বাণিজ্য দ্রব্য ব সম্পত্তির অধিকারিকে কোন দায় ক্ষতি বা হানির জন্য ক্ষতিনিষ্কৃতি দিতে প্রতিজ্ঞা করেন সে স্থলে সেই স্বীকার পত্র বা প্রতিজ্ঞাপত্র সামুদ্রিক বিমার চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে

(২১) আদালতের বসুম বিষয়ক উপস্থিত সময়ের প্রচলিত আইন-ক্রমে মাসুলযোগ্য নহে এরূপ যে নিদর্শন পত্র দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে ঐ নিদর্শনপত্র সম্পাদনকারী ব্যক্তির পক্ষে ও নামে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা প্রদত্ত হয় "মোক্তার নামা" শব্দে সেই নিদর্শনপত্রকেও বুঝাইবে।

(২২) "প্রমিসরি নোট" বলিতে ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের অর্থানুনির্দ্দেশগত প্রমিসরি নোট বুঝাইবে (১)

---

১) (ব্যাঙ্ক নোট কি কারেন্সী নোট ভিন্ন) কোন দলিল যদ্দ্বারা সম্পাদনকারী কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তাহার বরাতক্রমে কিম্বা উক্ত দলিল বাহককে কেবল কোন নির্দ্দিষ্ট

বিশেষ কোন ফণ্ড হইতে টাকা পাওয়া যাইতে পারুক বা না পারুক সেই ফণ্ড হইতে কিম্বা কোন নিয়ম পালিত হইতে পারুক বা না পারুক কি কোন ঘটনা ঘটিতে পারুক বা না পারুক সেই নিয়মাধীনে বা সেই ঘটনা হইলে, কোন টাকা দিবার অঙ্গীকার সূচক নোটও ঐ দুই শব্দে বুঝাইবে।

(২৩) যে কোন মন্তব্য বা মর্ম্মাত্মকলিপি বা লিখন দ্বারা—

(ক) কোন টাক কি বিল অব এক্সচেঞ্জ কি চেক কি প্রমিসরি নোট পাওয়া স্বীকৃত হয় কিম্বা

(খ) কর্জ্জ গোধোপজনকে অন্ত কোন অস্থাবর সম্পত্তির প্রাপ্তি স্বীকৃত হয় কিম্বা

(গ) কোন ঋণ কি দাওয়া অথবা ঋণের কি দাওয়ার কোন অংশ শোধ হওয়া কি চুকিয়া যাওয়া স্বীকার করা যায় কিম্বা

(ঘ) যাহার কথার অর্থে বা মর্ম্মে উক্তমত স্বীকার জ্ঞান করা যায়, সেই লিপিতে কোন ব্যক্তির নামের স্বাক্ষর থাকুক বা না থাকুক, 'রসিদ' শব্দে তাহাও বুঝাইবে এবং

টাকা দিবার বিনা সর্ত্তযুক্ত অঙ্গীকার থাকে তাহাকে প্রমিসরী নোট বলে। See Sec 4 of the Negotiable Instruments Act

সর্ত্ত থাকিলে তাহা প্রমিসরী নোট নহে। 'আমি রামকে তাহার যাহা পাওনা হইবে তাহা দিতে অঙ্গীকার করিতেছি' ইহা প্রমিসরী নোট নহে, কেননা ইহার টাকা নির্দ্দিষ্ট নহে।

"রাম আমাকে আমার ঘড়ীটী ফেরত দিলে তাহাকে ৫০০৲ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলাম।' ইহা সর্ত্তযুক্ত, সুতরাং প্রমিসরী নোট নহে।

'মূল্য পাইয়া রামের নিকট ৫০০৲ টাকা ঋণ থাক স্বীকার করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে ঐ টাকা চাহিবামাত্র দিব।' ইহা প্রমিসরী নোট।

"On demand I promise to pay to Babu Ram Chandra Banerjee or order the sum of Rs 500 with interest thereon at the rate of 12 Percent per annum for value received in cash. ইহা on demand প্রমিসরী নোট

"Three months after date I promise to pay to Babu Ram Chandra Banerjee the sum of Rs 500 with interest at the rate of 12 Percent per annum for money received in cash,' ইহাও প্রমিসরী নোট কিন্তু ইহার ষ্ট্যাম্প হুণ্ডির মত

(২৪)—নিরূপণ পত্র।

(ক) বিবাহের উপলক্ষে (১) অথবা

(খ) নিরূপণকারীর স্বীয় পরিবারের মধ্যে কি তিনি যাঁহাদের উপায় করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের মধ্যে তাহার সম্পত্তি বিভাগ করিবার অভিপ্রায়ে, কিম্বা তাঁহার পোষ্য কোন ব্যক্তির (২) উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে, অথবা

(গ) ধর্ম্মার্থে বা পরোপকারার্থে (৪) উইলপত্রক্রমে বিনিয়োগ ভিন্ন অন্য কোন লিখন দ্বারা স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির বিনিয়োগ করা হইলে "নিরূপণপত্র" শব্দে সেই লিখন বুঝাইবে

উক্তরূপ নিয়ম করিবার লিখিত অঙ্গীকারও ঐ শব্দে বাচ্য

---

(১) মুসলমানদিগের বিবাহ যৌতুক বিনা ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হয় কিন্তু অপরাপর জাতির জন্য তমস্সুকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দেয়

(২) পূর্ব্বে একাধিক ব্যক্তি ভিন্ন নিরূপণ পত্র সম্পাদিত হইত না, এখন হয়। যাহারা 'পোষ্য' অর্থাৎ অন্নাশ্রিত তাহাদের অনুকূলে ইহা সম্পাদিত হইবে ইহার ষ্ট্যাম্প দান পত্রের অর্দ্ধেক

দানপত্র স্নেহ বা ভক্তি প্রযুক্ত সম্পাদিত হয় নিরূপণ পত্র অন্য ভাবে সুতরাং দানপত্রের পরিবর্ত্তে নিরূপণ পত্র হইবে না

তুমি আমার বাল্য কালে লালন পালন করিয়াছিলে বলিয়া তোমায় এই সম্পত্তি চিরকালের জন্য দিলাম" ইহা নিরূপণ পত্র

তুমি আমার পুত্র বিহীনা বিধবা কন্যা, অতএব তোমার ভরণ পোষণের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তি দিলাম' ইহা দানপত্র

(৩) ধর্ম্মার্থে" অর্থাৎ কোন দেবতাকে দান করিলে তাহা নিরূপণ পত্র ✓ তারকেশ্বরদেবকে কতক সম্পত্তি দিলে তাহা নিরূপণ পত্র, কিন্তু সেবাইত নিযুক্ত করিলে 'অছিনিয়োগ পত্র হইবে

'ইষ্টদেবতা অমুককে এই সম্পত্তি দিলাম" ইহা দানপত্র

(৪) পরোপকারার্থ' যথা কোন অতিথিশালা বা চিকিৎসালয়ে দান

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ষ্ট্যাম্পের মাসুল বিষয়ক বিধি।

৩ ধারা। এই আইনের বিধানাধীনে ও প্রথম তফসীলের লিখিত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন উপযুক্ত মাসুল বলিয়া ঐ তফসিলে যে নিদর্শনপত্রের যত টাকার মাসুল নির্দ্দিষ্ট আছে নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্রগুলি তত টাকার মাসুল যোগ্য হইবে (১)

অর্থাৎ—

(ক) ঐ তফসীলের উল্লিখিত যে নিদর্শনপত্র কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সম্পাদিত না হইয়া বৃটিশ ভারতবর্ষে ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিবসে কি তাহার পরে সম্পাদিত হয় তদ্রূপ প্রত্যেক নিদর্শনপত্র ;

(খ) যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চেক কি প্রমিসরি নোট ঐ দিবসে কি উহার পরে বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে কোন স্থানে লেখা কি করা যায় ও বৃটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে কোন স্থানে সাকরান হয়, কি তাহার টাকা দেওয়া যায়, কি সাকরাইবার, কি টাকা প্রাপ্তির নিমিত্ত উপস্থিত করা যায় কিম্বা যাহার পৃষ্ঠলিপি হয় কি যাহার হস্তান্তর করা যায়, কি অন্য রকমে ক্রয় বিক্রয় হয় তদ্রূপ প্রত্যেক বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চেক কি প্রমিসরি নোট, ও

(গ) (বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চেক কি প্রমিসরি নোট ভিন্ন) ঐ তফসীলের লিখিত যে নিদর্শনপত্র কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সম্পাদিত না হইয়া ঐ দিবসে কি উহার পরে বৃটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সম্পাদিত হয় ও বৃটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে কোন সম্পত্তির কিম্বা বৃটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যাহা করা গেল কি করা যাইবে এমন কোন বিষয় বা কার্য্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে ও বৃটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে গৃহীত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক নিদর্শনপত্র

---

(১) কোন দলিলের মাশুল ঠিক করিবার সময় যদি এমন দেখা যায় যে পক্ষগণ দলিলের যে নাম দিয়াছেন তাহা ঠিক নহে তাহ হইলে সে নামের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সেটী প্রকৃত যে দলিল তদনুরূপ ষ্ট্যাম্প লইতে হইবে এমন দেখা যায় যে অনেকে ষ্ট্যাম্প মাশুল ও জমিদারী নজরানা ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে কোবালাকে মুক্তিপত্র করিয়াছেন, সে স্থলে দলিলে তাহা মুক্তিপত্র বলিয়া লেখা থাকিলেও তাহা কোবালা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে (See I L R 3 Bom. 94,)

কিন্তু নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে কোন মাসুল লওয়া যাইবে না :—

(১) বর্জ্জিত হইবার এই কথা না থাকিলে যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা কিম্বা তৎপক্ষে কিম্বা তদনুকূলে সম্পাদিত কোন নিদর্শনপত্রের যোগ্য মাসুল গবর্ণমেণ্টের দিতে হইত সে স্থলে ঐরূপ কোন নিদর্শনপত্র

(২) পরবর্ত্তী আইন দ্বারা সংশোধিত সদাগরি জাহাজ বিষয়ক ১৮৯৪ সালের আইন কিম্বা ১৮৩৮ সালের ১৯ আইন কিম্বা জাহাজের রেজিষ্টারী করণ বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৪১ সালের আইনানুসারে রেজিষ্টরী করা কোন জাহাজ বা জলযানের কিম্বা কোন জাহাজের বা জলযানের কিম্বা কোন জাহাজে বা জলযানে কোন ভাগ, স্বার্থ, অংশ কিম্বা স্বামিত্বের বিক্রয়ার্থ, হস্তান্তর করণার্থ কিম্বা নির্ব্যূঢ় স্বত্বে কি বন্ধকীক্রমে বা প্রকারান্তরে অপর বিলি ব্যবস্থা করণার্থ নিদর্শনপত্র (১)

[illegible] ধারা। (১) বিক্রয় কি বন্ধকী কি নিরূপণ (Settlement) সম্পর্কীয় কোন ব্যাপার সমাধা করণার্থে ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শনপত্রের ব্যবহার হইলে প্রথম তফসীল মতে ঐ সকল দলিলে যে মাশুল নির্দ্ধারিত আছে, উক্ত নিদর্শন পত্রের মধ্যে যেটি মুখ্য অর্থাৎ মূল, কেবল তাহারই উপর সেই কসুম লাগিবে। অন্যান্য নিদর্শনপত্রগুলির প্রত্যেকের জন্য এক টাকা মাশুল লাগিবে।

(২) কোন্ দলিলটী মুখ্য বলিয়া গণ্য হইবে, পক্ষেরা তাহা স্থির করিতে পারিবেন

কিন্তু যে নিদর্শনপত্রখানিকে মুখ্য স্থির করা যায় তাহার কসুম উক্ত নিদর্শনপত্রগুলি সম্বন্ধে যেটী উচ্চতম তাহাই লাগিবে। (২)

---

(১) কোন সওদাগর আফিসের [illegible] জন অংশীদারের মধ্যে ৩ জন বিলাতি ষ্ট্যাম্প আইনানুসারে ষ্ট্যাম্প দিয়া একখানি একরারনামা সম্পাদন করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দেন এবং অপর দুই জন অংশীদার ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনের বিধান মতে তাহাতে ষ্ট্যাম্প দিয়া তাহা সম্পাদন করেন; স্থির হয় যে এদেশের ষ্ট্যাম্প বা উপযুক্ত জরিমানা না দিলে পরে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না সুতরাং ইহার রেজিষ্ট্রীও হইবে না (I. L. R, Mad 134,) এতদ্দেশীয় সম্পত্তি ঘটিত সকল প্রকার দলিলে এ দেশের ষ্ট্যাম্প আইনানুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(২) এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে উল্লিখিত দলিলগুলির সম্বন্ধেই কেবল উক্ত বিধি

[illegible] ধারা কোন এক নিদর্শনপত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় থাকিলে কি তাহা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় হইলে, এই আইনমতে সেই সেই বিষয়ের পৃথক পৃথক নিদর্শনপত্রে যে যে মাসুল লাগিত তাহার মোট মাসুল উক্ত নিদর্শন-পত্রে লাগিবে। (১)

প্রযোজ্য, কিন্তু ঐ তিন খানি দলিল ব্যতীত অন্য কোন দলিলের মধ্যে অপর দলিলের সর্ত্ত থাকিলে আর ১৲ টাকায় হইবে না, প্রত্যেক দলিলে যত টাকার ষ্ট্যাম্প লাগে তাহাই দিতে হইবে

কোন দলিল লেখা পড়ার পর তাহাতে যদ্যপি কোন ভ্রম হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া যে দলিল লেখা পড়া করা হয় তাহার ষ্ট্যাম্প ১৲ টাকা লাগিবে কিন্তু যদি সেই লেখাপড়ায় মূল দলিলের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা হইলে মূল দলিলে যে দামের ষ্ট্যাম্প লাগিয়াছিল সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া করিতে হইবে 20, W, R 36,

এই ভ্রম সংশোধন-পত্র রেজিষ্ট্রী হইলে, রেজিষ্ট্রী অফিসে মূল দলিল যে পুস্তকে লিখিত হয়, তাহার দক্ষিণ দিকে দলিল সংশোধনের বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, সুতরাং নকল লইবার সময় সাধারণে সংশোধিত দলিলের বিষয়ও অবগত হইয়া তাহারও নকল লইতে পারেন

(১) প্রত্যেক সম্পত্তির মূল্য ধরিয়া মোট মূল্য উল্লেখে এক খণ্ড কোবালা পত্র সম্পাদিত হওয়ায় স্থির হয় যে, উক্ত মোট মূল্যের টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাসুল ধরিতে হইবে; প্রত্যেক সম্পত্তির পৃথক পৃথক মূল্যের নহে

মিতাক্ষরাধীন কোন হিন্দু খোদ্‌কোবলা দ্বারা একটী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করেন এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঐ বিক্রয়ে নিজ সম্মতি উক্ত কোবালাপত্রের উপর লিখিয়া দেন স্থির হয় যে,—কোবালাপত্র ও লিখিত সম্মতি ভিন্ন ভিন্ন দলিল বটে এবং উক্ত সম্মতি ১৲ টাকা মূল্যের স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প্ কাগজে লেখা উচিত ছিল। I. L. R. 13 Bom 281.

রাম [illegible] শ্যাম তাহাদের ভ্রাতা হরির নামে একটী দলিল সম্পাদন করিয়া লেখে যে (১) কোন একটী সম্পত্তিতে রাম [illegible] শ্যামের যে স্বত্ব ছিল তাহা তাহারা হরিকে ছাড়িয়া দিল (২) হরি কয়েকটী ঋণ শোধ করিবে এবং (৩) রাম ও শ্যামকে একটী বার্ষিক বৃত্তি দিবে। স্থির হয় যে রাম [illegible] শ্যামের অনুকূলে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা দ্বারা তাহাদের অনুকূলে কোন স্বত্বাধিকার সৃষ্ট হয় না, হরি যে কার্য্য করিতে সম্মত হওয়ায় রাম ও শ্যাম ঐ দলিল সম্পাদন করিয়াছে তাহা কেবল তাহাদেরই উল্লেখ মাত্র সুতরাং ঐ দলিলে ৬ ধারার বিধান খাটিবে না। ইহা যুক্তিপত্র মাত্র। I. L. R. [illegible] Bom. 417

এই স্থলে আবার স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ৪ ধারায় যে যে দলিলের উল্লেখ করা গিয়াছে,

৬ ধারা। ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন প্রথম তফসীল ভুক্ত দুই কি তদধিক বর্ণনার মধ্যে ধরা যাইতে পারে কোন নিদর্শনপত্র এমন ভাবে

কেবল সেইগুলি সম্পাদন করিতে যদি অন্য কোন দলিলের সর্ত্ত লিখিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলেই সেই সকল প্রত্যেক প্রকার নূতন সর্ত্তের জন্য ১৲ টাকা করিয়া লাগিবে কিন্তু যে সকল দলিলের উল্লেখ করা হইয়াছে সে গুলি ব্যতীত অন্য দলিল হইলে আর নূতন সর্ত্ত ১৲ টাকায় হইবে না প্রত্যেক সর্ত্তে যে পরিমাণ ষ্ট্যাম্প লাগে ঠিক তাহাই দিতে হইবে

মনে করুন ৪ ভাই এক বটননামা লেখাপড় করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে সর্ত্ত আছে যে, "আমাদের ভগ্নী শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দাসীকে হুগলীর কালেক্টরির ১৭৮ নং তৌজীভুক্ত লাট গঙ্গাধরপুর দান করিলাম তাহাতে আমাদের কোন স্বত্ব বা স্বামিত্ব রহিল না, ইত্যাদি" এই সর্ত্তটী লিখিবার জন্য গঙ্গাধরপুরের মূল্য ১২০০০৲ টাকা হইলে শতকরা ১৲ টাকা হিঃ ১২০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প ৩৩ ধারা মতে দিতে হইবে কিন্তু ৫ ধারার উল্লিখিত কোন দলিলে এইরূপ সর্ত্ত থাকিলে সেই সর্ত্তের জন্য কেবল মাত্র ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

রাম, শ্যাম, হরি ও গঙ্গাধর একখানি ২০০৲ টাকার তমসুক সম্পাদন করিয়াছেন; তাহাতে রাম শ্যাম ও হরি প্রত্যেকে ৫১৲ টাকা করিয়া দেন। করিয়াছেন এবং গঙ্গাধর ৪৭৲ টাকার জন্য দায়ী আছেন এস্থলে ২০০৲ টাকার উপর ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিলে হইবে না। রাম শ্যাম ও হরির প্রত্যেকের জন্য ৷০ আনা হিসাবে ১০ টাকা এবং গঙ্গাধরের ৷০ আনা, মোট ১৸০ আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবে

বিনোদিনী ৪ খানি বাটি সমেত এক বিঘা জমী হরনাথের নিকট ক্রয় করেন। তাহার একখানি বাটিতে হরনাথ তাঁহার পত্নীসহ বাস করিতেন বিনোদিনী সম্পত্তি ক্রয় করিয়া হরনাথকে লিখিয়া দিলেন যে "ক্রীত সম্পত্তি যতদিন আমার থাকিবে ততদিন আপনি যে বাটিতে এযাবৎ বসবাস করিয়া আসিতেছেন তাহাতে বাস করিবেন, মাসিক ভাড়া ১০৲ টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইল আপনার মৃত্যু হইলে আপনার স্ত্রীও ঐ হারে ভাড়া দিয়া বাস করিবেন এবং আপনি যদ্যপি অদ্য হইতে সাত বৎসর মধ্যে ২০০০৲ টাকা দিতে পারেন তাহা হইলে ঐ বাটী আপনাকে কোবালা করিয়া দিব" ইহাতে কেবল পাট্টার ষ্ট্যাম্প দিলে হইবে না পাট্ট ও এগ্রিমেন্ট এই উভয় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে

একখানি দলিলে লেখা ছিল 'তুমি ১৮৮৭ সালের ১৫২ নং মোকদ্দমা চালাইবে এবং ১৮৯০ টাকা আদায় করিবে আমি যতদিন জীবিত থাকিব আমার প্রতিপালন করিবে এবং আমার মরণান্তে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিবে। তুমি যদি আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে মারা যাও,

লেখা গেলে সেই বর্ণনায় উল্লিখিত মাসুলের পরস্পর বিভিন্নতা থাকিলে ঐ মাশুলের মধ্যে যাহা অত্যুচ্চ উক্ত নিদর্শনপত্রে তাহাই দেওয়া যাইবে।

তাহা হইলে তোমার সন্তান আমার প্রতিপালন করিবে এবং আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবে ”

ইহ উইল নয়, কারণ উইল দাতার জীবদ্দশায় মোকদ্দমা চালান টাকা আদায় করা উইলের সার্ত্ত সম্ভবে না দানপত্র হইলে দখল দিতে হইত। বিক্রয় কোবালা হইলে মূল্য থাকিত সেটেলমেন্ট অর্থাৎ নিরূপণ পত্রও নয়, কারণ তাহার ব্যাখ্যা মধ্যে আসে না বন্দোবস্ত বা অছি-নিয়োগ-পত্র (declaration of trust) নয়, কারণ উক্ত দলিল সম্পাদনকারী নিজ স্বার্থের জন্য উহ সম্পাদন করেন, তৃতীয় ব্যক্তির স্বার্থ জন্য নহে ইহা একরার পত্র, ইহাতে ॥০ আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবে, তাহার উপর মোকদ্দমা চালাইবার বা টাকা আদায়ের জন্য যে ভারার্পণ করা হইয়াছে, তাহা আমমোক্তারনামা বলিয়া ধরিতে হইবে এবং তাহার জন্য ৫৲ টাকার অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে (See Madras Boards Proceedings *No, 3065 of 28th Nov, 1884*

কয়েকজন লোক একটী মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া মোক্তারকে কতকগুলি এমন ক্ষমতা দিয়াছিলেন যাহাতে প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করিতে হয় প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্পে মোক্তারনামা লেখাপড়া করিতে হইবে, কারণ প্রত্যেকের কার্য্য স্বতন্ত্র। (Calcutta Board's Cir O No 8 of Decr, 1885)

রাম বিনদের নিকট ও শ্যাম গোপালের নিকট ২০০৲ টাকা হিসাবে ঋণী। ঐ উভয় দেনা একত্র করিয়া পুরা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিলেও একখানি কাগজে লেখাপড়া কর চলিবে না কারণ বিনদ ও গোপালের যৌথ কারবার না থাকায় তাহারা একত্রে দলিল সম্পাদনের সুবিধা পাইতে পারে না খাতক এক ব্যক্তি হইলেও দুইজন মহাজনের খৎ এক কাগজে দুই জনের নামে স্বতন্ত্র ভাবে দিতে পারেন, এই ভাবে বিক্রয় কোবালা বা অন্যান্য দলিল অনেকে কমিশন কি বেশী লাগে বলিয়া অনেক সময় এক দলিলে অপরের নামে লেখা পড়া করিয়া লন, শেষে হয়ত ক্রেতারা বিভিন্ন ভাবে লেখ পড়া করিয়া লয়েন ইহা আইন বিরুদ্ধ এবং তদ্রূপ কার্য্য করা অন্যায় বিভিন্ন বিভিন্ন দলিল করিতে হইবে (Bythewood and Jarman's Conveyances, 3rd Ed, Vol I p, 730)

একজন কোন মহাজনের নিকটে ২০০৲ টাকা সদখল বন্ধকি ধার ধার করিয়াছিলেন, সেই সম্পত্তি আবার অপরের নিকট (Further charge) পুনর্ব্বার দায়সংযোগ করিয়া ১০০৲ টাকা লওয়া হয় এবং পূর্ব্ববদ্ধ সম্পত্তি হইতে টাকা আদায় না হইলে নিম্নলিখিত সম্পত্তি হইতে আদায় হইবে বলিয়া আরও কিছু সম্পত্তি বাঁধা থাকে। প্রত্যেক সম্পত্তি ধরিতে

কিন্তু যে মাশুলযোগ্য [illegible] উক্ত মাশুল আদায় হইয়াছে তাহার অনুলিপি [illegible] তাহার অধিক মাশুল লাগিবে না। (১)

[illegible] (১) [illegible] ১৮৭৪ সালে [illegible] আইনের ৪০৬ ধারায় যে প্রকার মাশুল [illegible] আছে তাহা হইতে ভিন্ন [illegible]) [illegible] (বিবাহের) [illegible] না হইলে [illegible] হইবে।

[illegible]

[illegible]

(১) [illegible]

[illegible]

[illegible]

১০ ধারা (১) এই আইনের অধীন [illegible] দিবার [illegible] কোন নিদর্শনপত্রের উপর যে মাশুল দিতে হইবে তাহা—

(ক) এই আইনের বিধানানুসারে অথবা

(খ) তৎসম্বন্ধে খাটিতে পারে এরূপ বিধান না থাকিলে, মহামান্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব নির্দিষ্ট করিয়া যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে—

দুই ভাই পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইলেন, কিন্তু তাহাতে সর্ত রহিল যে উঁহাদের মাতাকে বার্ষিক ১০০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। ইহা বণ্টন নামা ব্যতীত অন্য কোন দলিলের সর্ত সংযুক্ত নহে [illegible] মা। [illegible] সম্পাদিত স্ত্রীর [illegible] মাসোহারা পাইবার অধিকার আছে এবং তাহা পুরা দিতেছেন না। (Madras Rev. Bd. Pro. No. 1606 of 18th June 18[illegible]4.)

১০০০৲ টাকার একটী [illegible] লিখিত হইয়াছিল [illegible] বিক্রেতা [illegible] বলিয়া বিক্রেয় সম্পত্তির [illegible] অংশ [illegible] ৮০০৲ টাকা [illegible] এই সর্তের জন্য ১৲ টাকার অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (Mad. Bd. Rev. Pro. No. 2[illegible] of 1st July 1884.)

একটী তমঃসুকে তৃতীয় ব্যক্তি [illegible] ছিলেন। মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন ইহার জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প [illegible] (I. L. R. 5 Mad. 88)

[illegible] লিখিত [illegible] উক্ত দিনে [illegible] জমিদার ১২ আড়া জমীর খাজনা [illegible] জ্ঞাতব্য [illegible] পৌষ [illegible] তাহ [illegible] যাইবে। [illegible] ষ্ট্যাম্প দিলেই হইবে। অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না কারণ [illegible] মূল দলিলের কোন প্রকার [illegible] হয় না। (I. L. R. 8 Mad. 101)

[illegible] নির্ণয় [illegible] হইবে যে [illegible] হইবে যে সকল স্থলে [illegible] লিখিত মত ষ্ট্যাম্প [illegible] হওয়া।

জামিনী কবুলতিতে [illegible] মিনারে [illegible] দাখিলা সম্পাদন করিলে তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ষ্ট্যাম্প [illegible] হইবে, [illegible] হইবে।

কোবালা, বন্ধকনামা বা [illegible] পত্রের [illegible] সংশোধন করিতে হইলে এই ধারা মতে তাহা ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে হইবে, কিন্তু [illegible] যদ্যপি মূল দলিলের সর্তের পরিবর্তন [illegible] করা হয় তাহা হইলে [illegible] মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

অনুলিপি সম্বন্ধে প্রথম তফশীলের [illegible] দফার [illegible] নোট দেখুন।

ষ্ট্যাম্প দ্বারা দেওয়া যাইবে, আর সেই ষ্ট্যাম্প নিদর্শনপত্রে বসান থেকে ইহা মাশুল যে দেওয়া গেল ইহার চিহ্নস্বরূপ প্রকাশ থাকিবে

(২) (১) প্রকরণানুসারে যে সকল বিধি প্রণয়ন করা যাইবে তন্মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়ের ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে—

(ক) প্রত্যেক প্রকারের নিদর্শনপত্রে কিরূপ ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইতে পারিবে

(খ) যে সকল নিদর্শনপত্রে ছাপা ষ্ট্যাম্প লাগান যায়, যত সংখ্যক ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইতে পারিবে

(গ) কোন প্রাচ্য ভাষায় লিখিত বিল অফ এক্সচেঞ্জ বা প্রমিসরি নোটের বেলা উহা যে কাগজে লেখা যায়, তাহার কি আয়তন হইবে

১১ ধারা নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্র আটাল ষ্ট্যাম্প দিয়া ষ্ট্যাম্প করা যাইতে পারিবে অর্থাৎ :

(ক) চাহিবামাত্র টাকা দেয় নহে এবং ভিন্ন ভিন্ন সেটে লিখিত এরূপ বিল অফ একসচেঞ্জের অংশ ভিন্ন যে যে নিদর্শনপত্রে এক আনার মাশুল লাগিতে পারে তাহা, ও

(খ) বৃটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে যে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চেক, কি প্রমিসরি নোট লেখা কি করা যায় তাহ ; ও

(গ) কোন হাইকোর্টের তালিকায় এডভোকেট, উকিল বা আটর্ণির নাম লিখন ; ও

(ঘ) নোটরি সম্পর্কীয় কার্য্য ; ও (ঙ) কোন করপোরেট করা কোম্পানি বা শেয়ারের উপর করপোরেট সমিতির পৃষ্ঠলিপি দ্বারা যে হস্তান্তরপত্র হয় তাহা

১২ ধারা। (১) (ক) কেহ কোন ব্যক্তির, সম্পাদিত মাশুলযোগ্য কোন নিদর্শনপত্রে আটাল ষ্ট্যাম্প বসাইলে বসাইবার সময়ে এমন করিয়া উহা অকর্ম্মণ্য করিবেন, যেন তাহা পুনর্ব্বার ব্যবহার করা হইতে না পারে এবং

(খ) কেহ আটাল ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদন করিলে যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উক্ত ষ্ট্যাম্প ইতিপূর্ব্বে অকর্ম্মণ্য করা না গিয়া থাকে

তবে উক্ত নিদর্শনপত্র সম্পাদন কালে ঐ ষ্টাম্প গ্রহণ করিয়া অকর্ম্মণ্য করিবেন যেন তাহা পুনর্ব্বার ব্যবহার করা যাইতে না পারে

(২) আটাল ষ্ট্যাম্প যাহাতে পুনর্ব্বার ব্যবহারের অযোগ্য হয় এরূপ অকর্ম্মণ্য না করা, কোন নিদর্শনপত্রে তাহা বসান থাকিলেও উক্ত ষ্ট্যাম্পের সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক থাকে ততদূর সেই নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্প বসান হয় নাই বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে

(৩) যে ব্যক্তি (১) প্রকরণমতে আটাল ষ্ট্যাম্প (১) অকর্ম্মণ্য করিতে আদিষ্ট হইলেন, তিনি ঐ ষ্ট্যাম্পের আড়ভাবে আপনার নাম বা নামের আদ্যাক্ষরগুলি অথবা আপনার কুঠির নাম বা নামের আদ্যাক্ষরগুলি লিখিয়া ও তাঁহার ঐ লিখনের প্রকৃত তারিখ দিয়া কিম্বা অপর কোন সফলভাবে ঐ ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবেন

আটাল ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য না করিলে ৬৩ ধারা মতে একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং এই ১২ ধারার (২) প্রকরণ মতে তাহা অব্যবহৃত গণ্য হইয়া দলিল অগ্রাহ্য হইবে

১৩ ধারা ছাপ ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে লিখিত প্রত্যেক নিদর্শনপত্র এরূপ করিয়া লেখা যাইবে যেন নিদর্শনপত্রের উপবিভাগে ষ্ট্যাম্প প্রকাশ থাকে ও অন্য কোন নিদর্শনপত্রে ব্যবহার করা বা লাগান যাইতে পারে না (২)

---

(১) রসিদ ষ্ট্যাম্পও আঠা যুক্ত ষ্ট্যাম্প যে কোন ষ্ট্যাম্প আঠা দ্বারা আঁটা যায় তাহাই আঠাযুক্ত ষ্ট্যাম্প নন্‌জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প অর্থাৎ দলিলের ষ্ট্যাম্প দুই প্রকার (১) কাগজে ছাপ মারা অর্থাৎ যাহা সচরাচর ভেণ্ডারগণ বিক্রয় করেন এবং (২) আঠাযুক্ত অর্থাৎ সাধারণ কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্পের মত

এটর্ণিদিগের লিখিত ইংরাজী দলিলে এই ■ ষ্ট্যাম্পই ব্যবহৃত হয় দলিল লিখিয়া কলিকাতার কালেক্টরিতে পাঠাইলে তথায় ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া ছাপ ও স্বাক্ষর করিয়া দেওয়া হয়। (See Rule I Chapter I) মফঃস্বলের ব্যক্তিরা ইচ্ছা করিলে লেখা পড়া করিয়া স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট ১৮ ধারা মতে দরখাস্ত দ্বারা দলিল দাখিল করিয়া প্রার্থিত হইলে তিনি উক্ত দলিল কলিকাতা হইতে আঠাযুক্ত ষ্ট্যাম্প আঁটাইয়া ■ লিয়া দিবেন (S. R. II (b) Chapter III)

(২) যে সকল দলিল রেজিষ্ট্রী করা আবশ্যক ■ তাহার ষ্ট্যাম্পের উচ্চ তলদেশে লেখা আবশ্যক

১৪ ধারা মাসুলযোগ্য কোন নিদর্শনপত্র যে ষ্ট্যাম্প কাগজে ইতি পূর্ব্বেই লেখা থাকে মাসুলযোগ্য দ্বিতীয় কোন নিদর্শনপত্র সেই কাগজে লেখা যাইবে না

কিন্তু যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন স্বত্ব সৃষ্ট কি প্রমাণীকৃত হয় সেই স্বত্ব হস্তান্তর করিবার মানসে কিম্বা যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন টাকা বা মালের আদায় বা অর্পণের কথা দর্জ করা থাকে সেই টাকা বা মালের প্রাপ্তি স্বীকারার্থে নির্দিষ্টরূপে ষ্ট্যাম্পযুক্ত অথবা মাসুলযোগ্য নহে এরূপ যে পৃষ্ঠ-লিপি সেই নিদর্শনপত্রে করা যায় এই ধারার কোন কথায় তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে না (১)

১৫ ধারা ১৩ ধারা কিম্বা ১৪ ধারার বিরুদ্ধে লিখিত প্রত্যেক নিদর্শন-পত্র ষ্ট্যাম্পশূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬ ধারা কোন নিদর্শনপত্র যত মাসুলের যোগ্য অথবা মাসুল হইতে মুক্ত কি না, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে যে স্থলে অন্য কোন নিদর্শনপত্রে প্রকৃতই যে মাসুল দেওয়া হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক সেই স্থলে কালেক্টর সাহেবের নিকট এতৎপক্ষে লিখিত প্রার্থনা করিয়া উভয় নিদর্শনপত্র উপস্থিত করা গেলে, শেষোক্ত নিদর্শনপত্রে যে মাসুল দেওয়া হইয়াছে কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত পৃষ্ঠলিপিক্রমে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধি করিয়া অপর কোন প্রকারের নির্দ্দেশ করিয়া থাকিলে যে প্রকারে নির্দ্দেশ করিবেন সেই প্রকারে প্রথমোক্ত নিদর্শনপত্রে সেই মাসুল ব্যক্ত করা যাইবে (২)

পরিমাণ স্থান ফাঁক রাখিতে হয় কারণ সেই স্থানে রেজিষ্ট্রীকার্য্যকারককে ষ্ট্যাম্প সর্টিফিকেট লিখিতে হয়

(১) কোন কোন কোম্পানীর পৃষ্ঠে ইণ্ডর্স করিয়া সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না কিন্তু হাণ্ডনোটের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহা অপরকে দেওয়া যায় বন্ধকি তমসুকের টাকার রসিদ বন্ধকনামায় দেওয়া চলে

(২) পাট্টায় ৫০০্ টাকার ষ্ট্যাম্প দিলেও কবুলতি ১্ টাকার ষ্ট্যাম্পে হইবে কবুলতির একরার বা কোন দলিল পূর্ব্বে ষ্ট্যাম্প দিয়া লেখা পড়া হইলে কবুলতি ৷৷০ আনার

১৭ ধারা কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বৃটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে সম্পাদিত যে যে নিদর্শনপত্র মাশুলযোগ্য তৎসম্পাদনের পূর্ব্বে বা সময়ে তাহা ষ্ট্যাম্পযুক্ত করা যাইবে

১৮ ধারা (১) বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চেক কি প্রমিসরি নোট ভিন্ন কেবল বৃটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সম্পাদিত মাশুলযোগ্য প্রত্যেক নিদর্শনপত্র বৃটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে কোন স্থানে প্রথম প্রাপ্ত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে ষ্ট্যাম্পযুক্ত করা যাইতে পারিবে

(২) সেইরূপ নিদর্শনপত্রের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট যে প্রকার ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন তদৃষ্টে তাহা বেসরকারী কোন ব্যক্তি দ্বারা নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্পকরা যাইতে না পারিলে তাহা উক্ত তিন মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে পারা যাইবে তিনি ঐরূপে নিদর্শনপত্র উপস্থিতকারী ব্যক্তি যত মূল্যের ষ্ট্যাম্প চাহিয়া মূল্য দেন ঐ নিদর্শনপত্রে তত মূল্যের ষ্ট্যাম্প মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধি করিয়া যে প্রকারে নির্দ্দেশ করেন সেই প্রকারে বসাইয়া দিবেন

১৯ ধারা বৃটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চেক কি প্রমিসরী নোট লেখা বা করা যায় বৃটিস ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে যে ব্যক্তি তাহা ধারণ করেন বৃটিষ ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে তাহা স্বীকার করাইবার কিম্বা তাহার টাকা আদায় করিবার জন্য উপস্থিত করণের কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করণের কি হস্তান্তর করণের কি প্রকারান্তরে বিক্রয়াদি করণের পূর্ব্বে তিনি সেই বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতিতে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প বসাইয়া ঐ ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করিবেন।

কিন্তু—

ষ্ট্যাম্পে ও প্রতিলিপি ১ টাকার ষ্ট্যাম্পে হইবে এই সকল স্থলে দরখাস্ত ও পূর্ব্ব সম্পাদিত পূর্ব মূল্যের ষ্ট্যাম্পযুক্ত দলিল দাখিল করিলে কালেক্টর সাহেব কম মূল্যের ষ্ট্যাম্পযুক্ত দলিলে লিখিয়া দেন যে এই দলিল সম্বন্ধে পুরা ষ্ট্যাম্প মূল দলিলে দেওয়া হইয়াছে দরখাস্ত না করিলে ও মূল দলিল দাখিল না হইলে দলিল ইম্পাউণ্ড হইতে পারে কারণ মূল দলিলে যে পুরা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে তাহা জানা যায় না।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৯ সালের ১৭ই জুন তারিখের আদেশানুসারে কালেক্টর সাহেব

(ক) ঐ বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি চেক কি নোট বৃটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে সেই বিল প্রভৃতি ধারী কোন ব্যক্তির হাতে আসিবার সময়ে তাহাতে উপযুক্ত আটান ষ্ট্যাম্প লাগান থাকিয়া ১২ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে অকর্ম্মণ্য করা গেলে, আর এই আইনের আদেশানুসারে যে ব্যক্তি দ্বারা ও যে সময়ে উক্ত ষ্ট্যাম্প বসান ও অকর্ম্মণ্য করা গিয়াছে উক্ত বিল প্রভৃতি ধারীর এমন বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে সেই ষ্ট্যাম্প উক্ত বিল প্রভৃতির সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক রাখে ততদূর নিয়মিতরূপে বসান ও অকর্ম্মণ্য করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে

(খ) কোন ব্যক্তি ষ্ট্যাম্প বসাইবার কি অকর্ম্মণ্য করিবার ত্রুটি করিয়া দণ্ডের যোগ্য হইলে তিনি এই নিয়ম ও বিধির কোন কথার বলে সেই দণ্ড হইতে মুক্তি পাইবেন না

২০ ধারা (১) বৃটিষ ভারতবর্ষের চলিত মুদ্রা ভিন্ন অন্য কোন চলিত মুদ্রায় ব্যক্ত কোন মুদ্রা সম্বন্ধে যে স্থলে কোন নিদর্শনপত্রের উপর সেই মুদ্রার মূল্য পরিমিত ষ্ট্যাম্পের মাসুল লাগে সেই স্থলে উক্ত নিদর্শনপত্রের তারিখে এক্সচেঞ্জের চলিত হারানুসারে বৃটিষ ভারতবর্ষের মুদ্রায় ঐ মুদ্রার মূল্য ধরিয়া তদনুসারে ঐ মাসুল ধার্য্য হইবে

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ষ্ট্যাম্পের মাসুল হিসাব করিবার প্রয়োজনার্থ বৃটিষ বা কোন বিদেশীয় চলিত মুদ্রা বৃটিষ ভারতবর্ষের চলিত মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করণার্থ সময়ে সময়ে একটা এক্সচেঞ্জের হার নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন এবং (১) প্রকরণের প্রয়োজনার্থ উক্ত হার চলিত হার বলিয়া বিবেচিত হইবে

২১ ধারা কোন ষ্টক কি ক্রেয় বিক্রেয় সিকুরিটী বা অপর সিকুরিটী সম্পর্কীয় নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্পের মাসুল মূল্যানুসারে ধার্য্য হইলে ঐ নিদর্শনপত্রের

দের ঐ ক্ষমতা সব্ রেজিষ্ট্রারদিগকে দেওয়া হইয়াছে সুতরাং একপ দলিল দাখিলের সময় পূর্ব্বমত দরখাস্ত করা আবশ্যক দরখাস্ত সাদা কাগজেই হইয়া থাকে ষ্ট্যাম্প দিয়া করিতে হয় না। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে হইলে তাহাতে • আট আনা মূল্যের কোর্টফি ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া দিতে হইবে

তারিখে ঐ ষ্টক কি সিকুরিটী সকলের দাম বা মূল্য হয় তদনুসারে ষ্ট্যাম্পের মাসুল ধরিতে হইবে

২২ ধারা। এক্সচেঞ্জের চলিত ভাবের কিম্বা স্থলভেদে গভর্ণমেণ্টের কোন বর্ণনা নিদর্শনপত্রে থাকিলে, ও সেই বর্ণনানুসারে ঐ নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প দেওয়া গেলে যাবৎ তদ্বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায় তাবৎ ঐ বর্ণনার তাৎপর্য্যের সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক আছে ততদূর সেই নিদর্শনপত্রে নিয়মমত ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইবে

২৩ ধারা। কোন নিদর্শনপত্রের নিয়মের মধ্যে যদি সুদ দিবার স্পষ্ট বিধান থাকে তবে তাহাতে সুদের কথার উল্লেখ না থাকিলে যত মাসুল লাগিত সুদের নিয়ম থাকিলেও ঐ নিদর্শনপত্রে তাহার অধিক মাসুল লাগিবে না

২৪ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণরূপে বা অংশিকভাবে তাঁহার পাওনা টাকার দরুণ কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে, কিম্বা সেই সম্পত্তির উপর চার্জ্জ কি দায় স্বরূপ হউক বা নাই হউক কোন টাকা বা ষ্টক নিশ্চিত কি অনিশ্চিত ভাবে দিবার কি হস্তান্তর করিবার নিয়ম সহিত কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে যে মূল্য সম্পর্কে ঐ হস্তান্তরপত্রের মূল্যপরিমিত মাসুল ধরা যাইতে পারে উক্ত ঋণ কি টাকা কি ষ্টক সেই সমুদয় মূল্য স্বরূপ অথবা স্থলভেদে তাহার কোন অংশস্বরূপ গণ্য হইবে

কিন্তু প্রথম তফশীলের ১৮ নং দফার যেরূপ নিলামের সার্টিফিকেটের উল্লেখ হইয়াছে সেই ধারার কোন কথা সেইরূপ নিলামের সার্টিফিকেট সম্বন্ধে খাটিবে না

ব্যাখ্যা।—কোন বন্ধক বা অন্য দায়ের অধীন সম্পত্তির বিক্রয় হইলে বন্ধকী টাকা বা দায়স্বরূপ টাকার যদি কিছু অদত্ত থাকে তবে সেই অদত্ত টাকা ও তাহার জন্য কোন সুদ পাওনা থাকিলে সেই সুদ ঐ বিক্রয়ের মূল্যের অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবে

কিন্তু যে স্থলে বন্ধকীর অধীন সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতাকে হস্তান্তরিত করা হয় সে স্থলে তিনি হস্তান্তর উপলক্ষে দেয় মাসুল হইতে ঐ বন্ধকী সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কোন মাসুল দেওয়া হইয়া থাকিলে যত টাকা মাসুল দেওয়া হইয়াছে তাহা বাটিয়া লইতে হকদার হইবেন

উদাহরণ

(১) খ র নিকট ক র ১০০০ টাকা ধার আছে। ৫০০ টাকা পণ লইয়া ও পূর্ব্বের ১০০০ টাকা ঋণ হইতে নিষ্কৃতির জন্য ক খ কে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। ষ্ট্যাম্পের মাশুল ১৫০০ টাকার উপর দিতে হইবে।

(২) ক খকে একটী সম্পত্তি ৫০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন। ঐ সম্পত্তি গ র নিকট ১০০০ টাকার বন্ধক আছে ও তাহার ২০০ টাকা সুদ পাওনা আছে। ষ্ট্যাম্পের মাশুল ১৭০০ টাকার উপর দিতে হইবে।

(৩) ক ১০,০০০ টাকা মূল্যের একটী বাড়ী খ র নিকট ৫০০০ টাকায় বন্ধক দেন। পরে খ ঐ বাড়ী ক র নিকট হইতে ক্রয় করেন। ঐ বন্ধকের নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে যত টাকা ষ্ট্যাম্প মাশুল দেওয়া হইয়াছে তাহা বাদে ১০,০০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। (১)

২৫ ধারা। কোন নিদর্শনপত্র বার্ষিক বৃত্তি কিম্বা নিরূপিত সময়ে সময়ে দেয় (২) অন্য টাকা কায়দা করিবার নিমিত্ত সম্পাদিত করা গেলে, কিম্বা বার্ষিক বৃত্তির নিরূপিত সময়ে সময়ে দেয় অন্য টাকা সমর্পণপত্রের উল্লিখিত পণস্বরূপ হইলে, এই আইনের কার্য্যার্থে ঐ নিদর্শনপত্র দ্বারা যে টাকার কায়দা করা হয় (১) সেই টাকা কিম্বা স্থলভেদে ঐ সমর্পণ পত্রের পণের টাকা দ্বারা,—

(ক) টাকা নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত দেয় হওয়াতে মোট যত টাকা দিতে হইবে (১) তাহা অগ্রিম নির্ণয় করা যাইতে পারিলে উক্ত মোট বুঝাইবে, আর

---

(১) এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবল বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকি সম্পত্তি ক্রয় করিলে ঐ বন্ধকের টাকার কয়ম বিক্রীত সম্পত্তির পণের টাকা হইতে বাদ যাইবে, কিন্তু তমসুক বা অন্য উপায়ে ঋণ গৃহীত হইলে তাহা হইবে না।

১ দফার উদাহরণ, সাধারণ তমসুকের ঋণজনিত সম্পত্তি বিক্রয় বুঝিতে হইবে।

২ দফার উদাহরণ যাঁহার নিকট দেনা করা হইয়াছে তিনি ক্রয় না করিয়া তৃতীয় ব্যক্তি ক্রয় করিলে যে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় তাহাই কথা বুঝিতে হইবে। ইহা বন্ধক বা খতবন্ধ তমসুক বা অন্য যে কোন রূপে ঋণ লওয়া হউক না তাহাই বুঝাইবে।

৩ দফার উদাহরণ বন্ধকি সম্পত্তি বন্ধক গ্রহীতা ক্রয় করিলে যে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় তাহাই বুঝিতে হইবে।

(২) অর্থাৎ বৃত্তি বার্ষিক বা মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক এইরূপ ভাবে দেয় হইলে।

(খ) উক্ত টাকা চিরকালের নিমিত্ত দেয় হইলে, অথবা ঐ নিদর্শন কি সমর্পণপত্রের তারিখে বর্তমান কোন ব্যক্তির আয়ুর সহিত শেষ হইবে, এমন কোন অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত দেয় হইলে উক্ত নিদর্শনপত্র কি সমর্পণ পত্রের উল্লিখিত নিয়মানুসারে প্রথমবার টাকা পাওনা হওয়ার তারিখ হইতে হিসাব করিয়া কুড়ি বৎসরের মধ্যে মোট টাকা দেয় হইবে কি হইতে পারিবে তাহাই বুঝাইবে (১) অথবা

(গ) ঐ নিদর্শনপত্র সমর্পণপত্র সম্পাদনের তারিখে বর্তমান কোন ব্যক্তির আয়ুশেষ হইলেই যে বৃত্তিও শেষ হইবে, উক্ত টাকা অনির্দ্দিষ্ট এমন কোন কালের নিমিত্ত দেয় হইলে প্রথমবার টাকা পাওনা হইবার তারিখ হইতে হিসাব করিয়া বার বৎসরের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ যে টাকা পূর্ব্বোক্তমতে দেয় হইবে কি হইতে পারিবে তাহাই বুঝাইবে (২)

যেথানে বৃত্তি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হয় তথন সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত টাকা দিতে হয় তাহার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে অর্থাৎ ১০ বৎসর যদ্যপি বৎসরে ৩০০৲ টাকা হিসাবে দিতে হয় তাহা হইলে ৩০০×১০=৩০০০৲ এই টাকার উপর তমস্থকের ষ্ট্যাম্প ১৫৲ টাকা দিতে হইবে।

অনেকের ধারণা এ ধারায় কেবল কোবালার ষ্ট্যাম্প লইবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাহা নহে কোবালা বার্ষিক বৃত্তির পরিবর্ত্তে সম্পাদিত হইলে কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য দলিল হইলে সেই সেই দলিলে যে ষ্ট্যাম্প লাগে তাহাই দেয়।

(১) বৃত্তি চিরস্থায়ী হইলে ২০ বৎসরে যত টাকা দেওয়া হইবে সেই টাকার উপর তমস্থকের ষ্ট্যাম্প

বৃত্তি জীবনের সহিত শেষ হইলে ১২ বৎসরে যে টাকা দেওয়া যাইত তাহার উপর তমস্থকের ষ্ট্যাম্প।

কোন সম্পত্তির পণের পরিবর্ত্তে বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইলে যদ্যপি সে বৃত্তিটী চিরস্থায়ী হয়, অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখলের ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত যে বৃত্তি দেয়, তাহার উপর কোবালার ষ্ট্যাম্প

(২) মূল্যের পরিবর্ত্তে চিরস্থায়ী বৃত্তি না হইয়া যদি কাহাকেও যাবজ্জীবনের জন্য কোন বৃত্তি লেখা পড়া করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে বার্ষিক ১৫ টাকা দিতে হইলে, তাহার ১২ বৎসরের মোট টাকার উপর কোবালার ষ্ট্যাম্প (১ তফশীলের ২৩ ধারা) দিতে

২৬ ধারা সম্পাদনের বা প্রথম সম্পাদনের তারিখে মূল্য পরিমিত মাশুলযোগ্য নিদর্শনপত্রের বিষয়ের টাকা কি মূল্য যদি নির্ণয় করিতে না পারা যায় অথবা (এই আইন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া) না পারা যাইত, তাহা হইলে যে ষ্ট্যাম্প প্রকৃত পক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা উক্ত প্রকারের কোন নিদর্শনপত্রে নির্দ্দিষ্ট হইলে সম্পাদনের তারিখে অত্যধিক যত টাকার বা মূল্যের জন্য উপযুক্ত জ্ঞান করা যায় তত টাকার বা মূল্যের অধিক সেই নিদর্শনপত্র বলে দাওয়া করিতে পারা যাইবে না (১)

কিন্তু কোন খনির ভোগানুমতি পত্র দেওয়া গেলে ও তদনুসারে উৎপন্ন দ্রব্যের ভাগ খাজানা বা খাজানার অংশস্বরূপ গৃহীত হইলে, ষ্ট্যাম্পের মাশুলের প্রয়োজনার্থ ঐ ভাগের মূল্য অনুমান করিয়া বার্ষিক ২০,০০০ টাকা ধরিলেই যথেষ্ট হইবে এবং ঐ ভাগের সমগ্র টাকা, যতই হউক, ঐ ভোগানুমতিপত্র বলে দাওয়া করা যাইতে পারিবে।

এবং যে স্থলে কোন নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে ৩১ বা ৪১ ধারানুসারে কার্য্য অনুষ্ঠান করা হয় সে স্থলে কালেক্টর যে টাকার সার্টিফিকেট দেন তাহা সম্পাদনের তারিখে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত ষ্ট্যাম্প বলিয়া বিবেচিত হইবে

২৭ ধারা যদি থাকে তাহা এবং অন্য যে সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা দ্বারা কোন নিদর্শনপত্রের মাশুলযোগ্যতা বা মাশুলের পরিমাণ নিরূপিত

হইবে বিক্রীত সম্পত্তির পণের পরিবর্ত্তে বৃত্তি অর্থাৎ মাসহারা লেখাপড়া এইরূপ— বিক্রীত সম্পত্তির পণের পরিবর্ত্তে আপনি আমাকে আমি যত দিন জীবিত থাকিব মাসিক ৫০ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিবেন, এই সর্ত্তে বিক্রয় করিলাম যদি বৃত্তির টাকা দিতে শৈথিল্য করেন তাহা হইলে আপনার অপরাপর সম্পত্তি নিলাম দ্বারা এবং তদভাবে বিক্রীত সম্পত্তি নিলাম দ্বারা বৃত্তির টাকা আদায় হইবে এবং যিনি ক্রয় করিবেন, বা আপনি স্বেচ্ছাক্রমে কাহাকেও বিক্রয় করিলে তিনিও এই নিয়মে বাধ্য হইবেন অথবা এইরূপ সর্ত্ত থাকিতে পারে, যথা— বৃত্তির টাকা সহজে আদায় না দিয়া যদি ৬ মাসের বাকি পড়ে, তাহা হইলে বিক্রীত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন প্রতিমাসে আমার মোহরাঙ্কিত রসিদ দ্বারা আমার বৃত্তির টাকা আদায় লইব ইত্যাদি

(১) দলিল সম্পাদনের তারিখে যে স্থলে নির্ণয় করিতে না পারা যায়, কেবল সেই

হয়, সেই সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা সম্পূর্ণ ও প্রকৃতরূপে নিদর্শনপত্রে লিখিত হইবে (১)

২৮ ধারা (১) সমুদয় সম্পত্তি কোন এক মূল্যে বিক্রয় করিবার চুক্তি হইয়া ক্রেতার নিকট ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শনপত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে সমর্পণ করা গেলে, পক্ষের যদ্রূপ বিহিত জ্ঞান করেন, মূল্যের টাকা তদ্রূপ অংশাংশ করা যাইবে কিন্তু পৃথক পৃথক খণ্ডের সম্পর্কে পৃথক পৃথক যে সমর্পণপত্র করা যায় সেই সেই খণ্ডের মূল্যের টাকা সেই সেই পত্রে লেখা যাইবে এবং সেই পৃথক পৃথক মূল্যের সম্বন্ধে মূল্যপরিমিত যে মাশুল লাগে তাহা সেই সেই সমর্পণপত্রে লাগিবে।

(২) দুই কি ততধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া কিম্বা কোন এক ব্যক্তি আপনার ও অন্যদের পক্ষে অথবা কেবল অন্যদের পক্ষে কোন এক মূল্যে মোট কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করাতে সেই মূল্যের পৃথক পৃথক অংশ দিয়া যাহারা ক্রয় করিয়াছেন অথবা যাঁহাদের পক্ষে ক্রয় হইল সেই সম্পত্তি তাঁহাদের প্রতি পৃথক পৃথক খণ্ডে পৃথক পৃথক নিদর্শনপত্র দ্বারা সমর্পণ করা গেলে যে সমর্পণপত্রে মূল্যের যেরূপ অংশ নির্দ্দিষ্ট থাকে সম্পত্তির পৃথক খণ্ড সম্পর্কীয় সেই সমর্পণপত্রে মূল্যের সেই সেইরূপ অংশ সম্বন্ধে মূল্যপরিমিত মাশুল লাগিবে

(৩) কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া তৎসংক্রান্ত

স্থলে এই ধারার বিধান খাটে অন্যত্র নহে কোন ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পাওয়ার জন্য তাহার ভ্রাতার নামে নালিশ করিয়া একখানি মুক্তি পত্র দাখিল করে ঐ মুক্তি পত্রে দুই আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকায় হাইকোর্ট বিবাদীর অনুকূলে বাদীর দাবী এই ৵০ পরিমাণ ষ্ট্যাম্পে যাহা সম্ভবে তাহাই স্থির করেন কিন্তু বিলাতে আপীলে স্থির হয় যে,—হাইকোর্ট ঐ দলিল অনুপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে লিখিত বলিয়া প্রমাণে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন কি সম্পূর্ণ মাশুল ■ উপযুক্ত জরিমানা আদায় করিয়া তাহা প্রমাণে গ্রহণ করিতে পারিতেন (15 W R 33 P C)

(১) দলিল সম্পাদনকারীর যাঁহার উপর দলিল লেখাপড়ার ভার অর্পিত হয় তিনি কোন বিষয় গোপন করিলে ৬৪ ধারার অপরাধে দণ্ডিত হন ইহাতে ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড হইতে পারে

দলিল সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বে অপর কোন ব্যক্তির নিকট তাহা বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলে আর তৎপ্রযুক্ত সেই সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ সেই অধীন ক্রেতার প্রতি সমর্পণ করা গেলে, মূল ক্রেতা অধীন ক্রেতার নিকট যে মূল্যে বিক্রয় করিলেন, সেই মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সমর্পণপত্রের মুখ্যপরিমিত মাশুল ধরা যাইবে। (১)

(৪) কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া সমর্পণপত্র না পাইয়াও সেই সমুদয় সম্পত্তি অথবা তাহার কোন অংশ অপর ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলে আর তৎপ্রযুক্ত সেই সম্পত্তি মুখ্য বিক্রেতা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদের প্রতি অংশমতে সমর্পণ করা গেলে মুখ্য বিক্রয়ের টাকার বা মূল্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অধীন ক্রেতা যে যে মূল্যে যে যে খণ্ড ক্রয় করেন, সেই সেই মূল্য দৃষ্টে সেই সেই খণ্ডের মাশুল ধরা যাইবে। আর অধীন ক্রেতারা সর্ব্বশুদ্ধ যত মূল্য দিয়াছেন তাহা মুখ্য বিক্রয়ের মূল্য হইতে বাদ দিলে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে উক্ত সম্পত্তির অবশিষ্ট কোন সম্পত্তি থাকিলে কেবল সেই টাকার পরিমিত মাশুল দিয়া সেই সম্পত্তির কোবালা মুখ্য ক্রেতার নামে সম্পাদিত হইতে পারিবে। কিন্তু শেষোক্ত সমর্পণপত্রের মাশুল কোন স্থলেই এক টাকার ন্যূন হইবে না। (২)

(৫) কোন অধীন ক্রেতা তাঁহাকে বিক্রয়কারী ব্যক্তির স্বার্থ উপযুক্ত

---

(১) মনে করুন রাম শ্যামকে একটী সম্পত্তি বিক্রয় করিবার চুক্তি অর্থাৎ বায়না পত্র সম্পাদন করিলেন কিন্তু বিক্রয় কোবালা সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বেই শ্যাম নিধিরামকে সেই সম্পত্তি বিক্রয় করে ও বিক্রয় কোবালা সম্পাদন করিয়া দিলেন। এ স্থলে মূলক্রেতা শ্যাম এবং অধীন ক্রেতা নিধিরাম সুতরাং নিধিরাম যে মূল্যে ক্রয় করিলেন তাহারই উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(২) মনে করুন শ্যাম রামের নিকট পাঁচ দফা সম্পত্তি ৫০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন, কিন্তু কোবালা সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বে রাম বিভিন্ন লোককে চারি দফা সম্পত্তি ৪৫০ টাকায় বিক্রয় করিয়া কোবালা সম্পাদন করাইয়া চারিজন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিলেন তাহার পর পাঁচ দফার সম্পত্তি আপন নামে কোবালা লেখাপড়া করিয়া লইলেন। শ্যামকে সেই ৫০ টাকার জন্য ১ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। মনে করুন

ষ্ট্যাম্পযুক্ত দলিল দ্বারা ক্রয় করিবার পর পুনর্বার যদ্যপি মূল বিক্রেতা সেই সম্পত্তির কোবালা লিখিয়া দেন, তবে মূল বিক্রেতা যে মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিলেন, উক্ত কোবালায় তদনুযায়ী মাশুল লাগিবে কিন্তু সেই মাশুল পাঁচ টাকার অধিক হইলেও পাঁচ টাকা লাগিবে (২)

২৯ ধারা। বিপরীত ভাবের (?) কোন চুক্তি না থাকিলে, ষ্টাম্পের মূল্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের দিতে হইবে যথা—

(ক) প্রথম তফসীলের নিম্নলিখিত নম্বরের কোন নিদর্শনপত্র হইলে, অর্থাৎ—

২ নং, ৬ নং, ১৩ নং, ১৫ নং, ১৬ নং, ২০ নং, ২৭ নং, ৩২ নং, ৩৪ নং, ৪০ নং, ৪৯ নং, ৫৫ নং, ৫৬ নং, ৫৭ নং, ৫৮ নং, ৬২ ক নং, ৬২ খ নং, ৬২ গ নং,

যে ব্যক্তি ঐ নিদর্শনপত্র সম্পাদন করেন তাঁহাকে দিতে হইবে

(খ) বিমাপত্র হইলে যে ব্যক্তি বিমা করেন তিনি দিবেন।

(গ) (বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃসমর্পণের সহিত) সমর্পণপত্র হইলে—গ্রহীতা, ভোগানুমতিপত্র বা ভোগানুমতিপত্র সম্বন্ধীয় নিদর্শনপত্র হইলে—গ্রহীতা বা অভিপ্রেত গ্রহীতা দিবেন

(ঘ) ভোগানুমতিপত্রের (অর্থাৎ পাট্টা বা কবুলিয়তের) অনুলিপি হইলে—প্রদাতা দিবেন

(ঙ) বিনিময়পত্র হইলে—পক্ষেরা সমান অংশমত দিবেন

যদি ১৫০, টাকায় চারি দফা সম্পত্তি বিক্রয় হইত এবং বাকি এক দফ সম্পত্তি ১৫০, টাকায় শ্যাম লইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে ২, টাকার ষ্টাম্পে লেখাপড়া করাইতে হইত

(২) মনে করুন রাম শ্যামের নিকট একটী সম্পত্তি ৫০০০, টাকায় ক্রয় করিয়াছেন এবং রাম আবার সেই সম্পত্তি নিধিরামকে ৬০০০, টাকায় বিক্রয় করেন কিন্তু কোন কারণবশতঃ যদি এমন হয় যে নিধিরামকে আবার শ্যামের নিকট হইতে কোবালা সম্পাদিত করিয়া লইতে হয় তাহা হইলে সেই কোবালার ষ্টাম্প ৫, টাকার ঊর্দ্ধ হইবে না। কম মূল্য হইলে শ্যাম যত টাকার ষ্টাম্পে লেখাপড়া করিয়া দিয়াছিলেন এ স্থলেও সেই মূল্যের ষ্টাম্পে দ্বিতীয় বারের এই কোবালা সম্পাদিত হইবে

(চ) বিক্রয়ের সার্টিফিকেট হইলে—সেই সার্টিফিকেট যে সম্পত্তির উপলক্ষে হইয়াছে সেই সম্পত্তির ক্রেতা দিবেন। এবং

(ছ) বণ্টনপত্র হইলে বণ্টন কর পুরা সম্পত্তিতে যাঁহাদের যে অংশ থাকে তাঁহারা সেই সেই অংশমত অথবা রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কর্তৃপক্ষের বা কোন দেওয়ানী আদালতের বা কোন সালীসের আদেশক্রমে অংশ বিভাগ হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা আদালত বা সালীস যে পরিমাণের আদেশ করেন সেই পরিমাণে দিবেন।

৩০ ধারা কোন ব্যক্তি কুড়ি টাকার অধিক কোন টাকা পাইলে কিম্বা ঋণ শোধ বা আংশিক শোধস্বরূপ কুড়ি টাকার অধিক মূল্যের কোন অস্থাবর সম্পত্তি পাইলে, যিনি উক্ত টাকা কি বিল কি চেক কি নোট কি সম্পত্তি দেন তিনি চাহিলে এক আনার ষ্ট্যাম্পযুক্ত রসিদ দিবেন।

৩১ ধারা (১) যদি কোন কালেক্টর সাহেবের নিকট কোন সম্পাদিত বা অসম্পাদিত দলিল আনিয়া তাহাতে কত মাশুল লাগিবে জানিবার প্রার্থনা করেন ও ফী (১) দেন তাহা হইলে সেই নিদর্শনপত্রের অর্থাৎ দলিলের উপর কত মাশুল লাগিবে বা না লাগিবে কালেক্টর সাহেব তাহা নির্ণয় করিয়া দিবেন

৩৩ (২) আইন অনুসারে বা পক্ষদের সম্মতিক্রমে প্রমাণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও পুলীসের কর্মচারী ভিন্ন সরকারী আফিসের ভারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটে তদীয় কার্য্য সম্পাদনোপলক্ষে যাহা তাঁহার মতে মাশুলের যোগ্য এরূপ কোন নিদর্শনপত্র আনা গেলে অথবা আসিলে, তিনি তাহা নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্পযুক্ত বলিয়া বোধ না করিলে আটক অর্থাৎ ইম্পাউণ্ড করিবেন

(৩) তদভিপ্রায়ে ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক নিদর্শনপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, উপযুক্ত কসুর দেওয়া হইয়াছে কিনা

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে কতকগুলি দলিল ইম্পাউণ্ড হওয়া আর না হওয়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল ;—

---

(১) এই ফি ।• আনার কম নহে বা ৫৲ টাকার বেশী হইবে না।

১ কোবালায় "এই বিক্রীত সম্পত্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যদ্যপি কোন গোলযোগ হয় এবং আপনি দখলচ্যুত হন তাহা হইলে পণের টাকা মায় শতকরা ১৲ টাকা সুদ সমেত ফেরত দিব" এইরূপ সর্ত্ত ইন্‌ডেম্‌নিটী বণ্ড বলিয়া গণ্য হয় না। এবং তাহার জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না

২ "আমরা দুই ভ্রাতায় আমাদের পরস্পরের অংশ রকম ৷০ আনা আপনাকে বিক্রয় করিয়া ৫০০৲ টাকা লইলাম।" ইহা দুইখানি দলিলের সর্ত্ত নহে

৩ আমরা দুই ভাই আমাদের পরস্পরের অংশ রকম ৷০ আনা ৫০০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া এবং ঐ পণের টাকা হইতে আমি "ক" ২৫০৲ ও আমি "খ" ২৫০৲ টাকা আমাদের তুল্যাংশ লইলাম " ইহা দুই খানি দলিল

৪ আমি "ক" নিম্নলিখিত সম্পত্তির মধ্য রকম ৷৵০ আনা বাবু রামচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ২৫০৲ টাকায় ও বাবু কামদাচরণ মুখোপাধ্যায়কে রকম ৷০ আনা ৫৫০৲ টাকায় অর্থাৎ মোট সম্পত্তি ৮০০৲ টাকায় বিক্রয় করিলাম। ইহা দুইখানি দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। বন্ধক নামায় যদি লেখা থাকে যে "পণের টাকা যদি অমুক সালের অমুক মাসে পরিশোধ করিতে না পারি তাহা হইলে এ বন্ধক নামাই বিক্রয় কোবালার ন্যায় গণ্য হইবে এবং বন্ধকী সম্পত্তিতে আমার যে স্বত্ব বা স্বামীত্ব ছিল তাহার রহিত হইয়া আপনাকে বর্ত্তিবে " তাহা হইলে সে বন্ধক নামায় কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প না হইয়া তমসুকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প হইবে

৬ দলিলে একরারের সর্ত্ত নির্ণয় করিবার সময় দেখিতে হইবে যে কে সর্ত্তে বাধ্য হইতেছেন দলিল সম্পাদনকারী যদ্যপি দলিল গ্রহীতার সম্বন্ধে একরারের মত কোন কথা উল্লেখ করেন, তাহা আইন সঙ্গত না হইলে তাহা একরার হইবে না। সম্পাদনকারী যদ্দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে বাধ্য হন, তাহাই একরার অনেক কথা এমন আছে যাহা হয়ত দলিলগ্রহীতা করিতে বাধ্য, সুতরাং তাহা একরার নহে সে সর্ত্ত দলিলের অঙ্গ স্বরূপ গণ্য হইবে

৭ "ক" তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির পরিবর্ত্তে অংশীদার সরিকগণের নিকট জীবনাবধি ভোগ দখলের জন্য কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং তাহার

কতক দেনাও পরিশোধ করিয়া দেওয়া হয় তাহাতে আরও লিখিত ছিল যে "ক"র মৃত্যুর পর যদি সরিকানগণ বিষয় বিভাগ করেন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি "ক"র সন্তানগণ পাইবেন ইহা নাদাবি (I. L. R. 18 Mad 233.)

৮ বিষয় বিভাগ করিয়া লইবার অঙ্গীকারে একরার নামার ষ্ট্যাম্প না হইয়া 'বণ্টন নামার ষ্ট্যাম্প হইবে (I. L R. 12 Mad. 198.)

৯ "এই কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারিলে ৫০০০, খেসারত দিব" ইহা একরার, ইহাতে ॥ আনার ষ্ট্যাম্প লাগিবে পাঁচ হাজার টাকার কথা উল্লেখ থাকিলেও শতকরা ॰ আনা হিসাবে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না

১০। *হ্যাণ্ডনোটে সাক্ষী থাকিলে তাহাতে তমসুকের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।* তবে যদি বাহককে (bearer) দিব বা ও তাঁহার আদেশ মতে দিবার (order) অনুমতি থাকে, তাহা হইলে সে সকল হ্যাণ্ডনোটে সাক্ষী থাকিলেও /০ আনার ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত হইতে পারে I L. R. 8 Mad. 87. (F. B. Rep).

১১ দানপত্রদাতাকে ভরণপোষণ করিবার সর্ত্ত থাকিলে তাহাতে দানপত্রের ষ্ট্যাম্প দিলেই হইবে অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না (I. L. R. 12 Mad. 89).

১৩ রেল বা ষ্টিমার কোম্পানির মালের রসিদ হারাইয়া গেলে মাল লইবার জন্য যে ইন্‌ডেমনিটী বণ্ড দেওয়া যায়, তাহার ন্যূন ॰ আনার বেশী দিতে হয় না, ইহা একরার মধ্যে গণ্য (I. L. R. 5 Bom. 478).

১৪ ১৯৫৭, টাকার মৌরসী মোকররি পাট্টায় লেখা ছিল যে, আমার বৎসরে ৪০০, টাকা দিবেন এবং বাকি রাজস্ব স্বরূপ দিবেন। ১৯৫৪, টাকাই রাজস্ব স্বরূপ ধরিয়া তাহার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে (I. L. R. 7 Mad. 155).

১৫ অগ্রিম খাজনা আদায় দিলে তাহা পাট্টার সেলামী স্বরূপ গণ্য হইবে না (I. L. R. 7 Mad. 203).

১৬। বন্ধক নামায় লেখা ছিল বন্ধকদাতা আসল ও সুদ পরিশোধের জন্য সম্পত্তি মহাজনের দখলে দিলেন মহাজন জমির উৎপন্ন ফসল ভোগ করিবেন; লাভ লোকসান তাহার, কেবল খাজনা স্বরূপ বার্ষিক ৩৫,

টাকা বন্ধকদাতাকে দিবেন। ইহা দেওয়ানী সম্বন্ধীয় পাট্টার ন্যায় গণ্য হইবে এবং তদ্রূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (I. L. R. 7 Mad. 293.)

১৭। যেখানে খাজানার সমস্ত টাকা অগ্রিম লওয়া হয় সেখানে কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

১৮। 'ক'র ২ লক্ষ টাকা 'খ'র নিকট ধার ছিল, আরও ২,৫৯০০০ টাকা "খ'র নিকট লওয়া হয়, কতকগুলি মৌজা বাৎসরিক ১৪০,০০০ টাকা খাজনায় ইজারা দেওয়া হয়। ঐ খাজনা হইতে বৎসর বৎসর কতক টাকা "ক'র ঋণ পরিশোধ জন্য ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বাদ যাইবার কথা থাকে। পাট্টার আর আর সমস্ত সর্ত্ত যেমন সাধারণতঃ থাকে তাহাও ছিল। ইহা দখলযুক্ত বন্ধক নামা। (I. L. R. 8 Cal 154)

১৯। বন্ধক নামায় যদি লেখা থাকে যে, "সরিকানদিগের সহিত যদি কোন মোকর্দ্দমা করিয়া আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা হইলে সেই সমস্ত আমি দিব।" ইহার জন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। কারণ এরূপ মোকদ্দমার খরচ বন্ধকদাতা বন্ধকী আইন মতে দিতে বাধ্য। (I. L. R 9 Bom. 435). See also Fisher on Mortgage 3rd Ed. vol. 1. p. 947)

৩৪ ধারা। কোন সরকারী হিসাবের অডিট হইবার সময় কোন কর্ম্মচারীর নিকট এক আনা মাশুলযোগ্য কিন্তু ষ্ট্যাম্পশূন্য কোন রসিদ দিতে চাওয়া হইলে বা উপস্থিত করা গেলে, ঐ কর্ম্মচারী ঐ নিদর্শনপত্র আটক করিয়া না রাখিয়া স্বীয় বিবেচনা মতে তৎপরিবর্ত্তে একখানি নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্পযুক্ত রসিদ দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৩৫ ধারা। যে নিদর্শনপত্র মাশুলযোগ্য তাহা নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্পযুক্ত না হইলে, আইন অনুসারে বা পক্ষদের সম্মতিক্রমে প্রমাণ লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন উদ্দেশ্যে প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না এবং ঐরূপ কোন ব্যক্তি বা সরকারী কর্ম্মচারী তদনুসারে কার্য্য করিবেন না, বা তাহা রেজিষ্টারি বা প্রমাণীকৃত করিবেন না।

৪০ ধারা। কালেক্টর সাহেব ইম্পাউণ্ড করা কোন নিদর্শনপত্র প্রাপ্ত হইলে, নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিবেন।

(ক) উক্ত নিদর্শনপত্রে নিয়মিত ষ্ট্যাম্প দেওয়া গিয়াছে কিম্বা তাহাতে মাসুল লাগিবে না, যদি তাঁহার এই মত হয় তবে ঐ নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠে সেই মর্ম্মের স র্টিফিকেট লিখিবেন

(খ) উক্ত নিদর্শনপত্র নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প করা না হইলে, তিনি পাঁচ টাকা কিম্বা যত মাসুল কম হইয়াছে তাহার দশগুণ টাকা ও যত রুসুম কম হইয়াছে তাহা চাহিবেন, এবং টাকা পাইলে সার্টিফিকেটসহ সেই দলিল যে কর্ম্মচারী উহা ইম্পাউণ্ড করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট ফিরাইয়া দিবেন

৪১ ধারা অকস্মাৎ কোন কারণে যে নিদর্শনপত্রে নিয়মিতরূপ ষ্ট্যাম্প লাগান যায় নাই, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহ সম্পাদনের বা প্রথম সম্পাদনের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত করিয়া যে দৈব কারণ প্রযুক্ত বা ভুলক্রমে তাহাতে নিয়মিতরূপ ষ্ট্যাম্প লাগান যায় নাই তাহা কালেক্টর সাহেবের গোচর করাইয়া উপযুক্ত মাসুল দিতে স্বীকৃত হইলে এবং কালেক্টর সাহেব প্রদর্শিত কারণ সন্তোষজনক বিবেচিত করিলে তিনি কোন জরিমানা না করিয়া ন্যায্য ষ্ট্যাম্প রুসুম গ্রহণ করিয়া সার্টিফিকেট দিবেন

৪৩ ধারা কোন নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে অর্থদণ্ড আদায় করা গেলেও সম্পাদনকারী মাশুল ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এমন বোধ হইলে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না

৪৬ ধারা (১) ইম্পাউণ্ড করা দলিল কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পথে হারাইয়া গেলে কি নষ্ট হইলে কি তাহার কোন হানি হইলে, যে ব্যক্তি তাহা পাঠাইয়া দেন, তিনি দায়ী হইবেন না

(২) কোন নিদর্শনপত্র উক্তরূপে প্রেরণ কালে উহা যে ব্যক্তির অধিকার হইতে আটককারী ব্যক্তির হস্তে আসিয়াছে সেই ব্যক্তি তাহার নকল স্বীয় ব্যয়ে করাইয়া যিনি সেই নিদর্শনপত্র আটক করিয়াছেন তাঁহার দ্বারা প্রমাণীকৃত করিয়া লইতে পারিবেন (১)

---

(১) উপযুক্ত ফি দিলে রেজিষ্টারি অফিস হইতে ইম্পাউণ্ড করা দলিলের নকল পাইবেন।

৪৮ ধারা। যে সকল মাসুল, অর্থদণ্ড ও অপর টাকা এই অধ্যায়মতে প্রদত্ত হইবার আদেশ হইল তাহা কালেক্টর সাহেব যে ব্যক্তির নিকট উক্ত মাসুলাদি প্রাপ্য হয়, সেই ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া অথবা ভূমি রাজস্বের বাকী আদায়ের নিমিত্ত উপস্থিত সময়ের প্রচলিত অপর কোন প্রণালী অনুসারে আদায় করিতে পারিবেন

৪৯ ধারা ষ্ট্যাম্প কাগজে নিদর্শনপত্র লেখা গেলে পরও তাহা কোন ব্যক্তির সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে সেই কাগজ অমনোযোগে কি অনিচ্ছামতে নষ্ট হইলে কি তাহার অক্ষরাদি উঠিয়া গেলে কিম্বা লিখিবার ভুল হওয়াতে কি অন্য কোন প্রকারে কল্পিত কার্য্যের নিমিত্ত অনুপযুক্ত করা গেলে, সেই কাগজের ষ্ট্যাম্পের মূল্য ফেরত পাইতে পারিবেন

যে দলীল সম্পূর্ণ কি আংশিক লিখিত হইয়াছে কিন্তু স্বাক্ষরিত কি সম্পাদিত হয় নাই সেই দলীলের ষ্ট্যাম্পের মূল্যই ফেরত পাওয়া যাইবে কতকগুলি সম্পাদিত দলিলেরও ষ্ট্যাম্পের মূল্য ফেরত দেওয়া যায়। (১)

৫০ ধারা। ৪৯ ধারামত মূল্য ফেরত পাইবার প্রার্থনা নিদর্শনপত্রের তারিখের ছয় মাসের মধ্যে করিতে হইবে।

যে ষ্ট্যাম্প কাগজে নিদর্শনপত্র উহার কোন পক্ষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে এমত কাগজের ষ্ট্যাম্প হইলে, নিদর্শনপত্রের তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে, কিম্বা তাহাতে তারিখ লেখা না থাকিলে যিনি প্রথমে বা একা তাহা সম্পাদন করেন তাঁহার সম্পাদন করণের পর ছয় মাসের মধ্যে।

৫৩ ধারা। কোন স্থলে নষ্ট করা কি অনুপযুক্তরূপে ব্যবহার করা ষ্ট্যাম্পের মূল্য ধরিয়া দিতে হইলে কালেক্টর সাহেব তৎপরিবর্ত্তে—

(ক) সেই প্রকারের ও মূল্যের অন্য ষ্ট্যাম্প দিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) প্রয়োজন হইলেও তিনি উচিত জ্ঞান করিলে, সেই মূল্যের অন্য কোন প্রকারের ষ্ট্যাম্প দিতে পারিবেন, কিম্বা

(গ) স্বীয় বিবেচনামতে প্রতি টাকা বা কিম্বা টাকার ভগ্নাংশের প্রতি এক আনা বাদ দিয়া ঐ মূল্য নগদ দিতে পারিবেন

---

(১) টাকাপ্রতি /০ আনা হারে বাদ দিয়া মূল্য ফেরত দেওয়া হয় ৫৪ ধারা দেখুন।

৫৪ ধার যাহা নষ্ট করা হয় নাই বা অভিপ্রেত উদ্দেশ্যের জন্য অযোগ্য বা অকর্ম্মণ্য করা হয় নাই কোন ব্যক্তির নিকটে যদি এরূপ ষ্ট্যাম্প বা ষ্ট্যাম্প সকল থাকে কিন্তু তখন তাহা ব্যবহার করিবার তাঁহার প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ঐ ষ্ট্যাম্প বা ষ্ট্যাম্প সকল অকর্ম্মণ্য করণ জন্য সমর্পণ করিয়া যদি কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধমতে সপ্রমাণ করিতে পারেন যে,—

(ক) সরলভাবে ব্যবহারের জন্য তিনি উহা ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং

(খ) উহার পূর্ণ মূল্য দিয়াছেন, এবং

(গ) সমর্পণের তারিখের অব্যবহিত ছয় মাসের মধ্যে উহা উক্তরূপে ক্রয় করিয়াছিলেন

তবে প্রতি টাকার বা টাকার ভগ্নাংশের প্রতি এক আনা বাদ দিয়া কালেক্টর সাহেব উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ষ্ট্যাম্প বা ষ্ট্যাম্প সকলের মূল্য নগদ দিবেন

কিন্তু উক্ত ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্ত ষ্ট্যাম্প বিক্রেতা হইলে কালেক্টর সাহেব উচিত জ্ঞান করিলে, পূর্ব্বোক্তমত বাদ না দিয়া ঐ বিক্রেতা প্রকৃতপক্ষে যে টাকা দিয়াছেন তাহা ফেরত দিতে পারিবেন

অপরাধ ও কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

৬২ ধারা (১) কোন ব্যক্তি—

(ক) যে বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ কি চেক কি প্রমিসারি নোটে নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প দেওয়া যায় নাই তাহা লিখিলে, কি করিলে, কি জারী করিলে; কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করিলে, হস্তান্তর করিলে কি সাক্ষীস্বরূপ না হইয়া প্রকারান্তরে তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, কি সাকরাইবার নিমিত্ত কি তাহার টাকা প্রাপণার্থ উপস্থিত করিলে কি সাকরাইলে, কি তাহার টাকা দিলে কি পাইলে কি তাহা কোন প্রকারে ক্রয় বিক্রয় করিলে; কিম্বা

(খ) অন্য যে কোন নিদর্শনপত্রে মাশুল লাগে তাহাতে নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প দেওয়া না গেলেও তাহা সম্পাদন করিলে কি সাক্ষীস্বরূপ না হইয়া প্রকারান্তরে তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, কিম্বা

(গ) যে প্রতিনিধিপত্র (Proxy) নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প করা যায় নাই তাহার বলে মত জানাইলে কি জানাইতে চেষ্টা করিলে,

সেই প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাঁহার পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে

কিন্তু ৩৫ কি ৪০ কি ৬১ ধারাক্রমে কোন নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে কোন অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে পর যিনি উক্ত দণ্ডের টাকা দিয়াছেন সেই নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি এই ধারামতে অর্থদণ্ড বর্ত্তিলে ঐ টাকা শেষোক্ত অর্থদণ্ড হইতে বাদ দেওয়া যাইবে

(২) নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প না করিয়া শেয়ার ওয়ারেণ্ট দেওয়া গেলে যে কোম্পানি উহা দেন, সেই কোম্পানির এবং উহা দিবার সময়ে যে ব্যক্তিরা ঐ কোম্পানির কার্য্যকারী ডাইরেক্টর বা সেক্রেটরী বা অন্য প্রধান কর্ম্মচারী থাকেন তাঁহাদের প্রত্যেকের পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে

৬৩ ধারা কোন ব্যক্তি কোন নিদর্শনপত্রে ১২ ধারাক্রমে আটাল ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে

৬৪ ধারা কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত করিবার কল্পনায়—

(ক) ২৭ ধারাক্রমে যে নিদর্শনপত্রে যে সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা লেখা কর্ত্তব্য সেই নিদর্শনপত্রে উক্ত বৃত্তান্ত ও অবস্থা সম্পূর্ণ ও প্রকৃতরূপে লিখিয়া না দিলে, কিম্বা—

(খ) কোন নিদর্শনপত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়া কিম্বা প্রস্তুত করণকার্য্যে সম্পর্ক রাখিয়া সেই নিদর্শনপত্রে উক্ত বৃত্তান্ত ও অবস্থা সম্পূর্ণ ও প্রকৃতরূপে তাহাতে বর্ণনা করিতে উপেক্ষা কি ত্রুটি করিলে, কিম্বা—

(গ) যাহা দ্বারা এই আইনমত কোন মাশুল বা অর্থদণ্ড হইতে গবর্ণমেণ্টের বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা এমন অপর কোন কার্য্য করিলে,

তাঁহার পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে

৬৫ ধারা কোন ব্যক্তি—

(ক) ৩০ ধারামতে রসিদ দিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া তাহা দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, অথবা

(খ) কোন মাসুল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে পরিমাণের মূল্যে কুড়ি টাকার অধিক টাকা বা সম্পত্তি পাইয়াও কুড়ি টাকার অনধিক টাকার পরিমাণের বা মূল্যের রসিদ দিলে অথবা প্রাপ্ত টাকা কি সম্পত্তি পৃথক কি ভাগ করিয়া দিলে,

তাঁহার একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে

৬৮ ধারা কোন ব্যক্তি—

(ক) গবর্ণমেণ্টকে মাসুল বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে যে তারিখে কোন বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ কি প্রমিসারি নোট বাস্তবিক লেখা কি করা হয়, তৎপরবর্ত্তী তারিখ দিয়া উক্ত বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ বা প্রমিসারি নোট লিখে, করে বা বাহির করে, কিম্বা

(খ) উক্ত বিল বা নোট পরবর্ত্তী তারিখ যুক্ত হইয়াছে জানিয়াও তাহার পৃষ্ঠলিপি করে বা তাহা হস্তান্তর করে বা সাকরাইবার জন্য বা টাকা পাইবার জন্য উপস্থিত করে, কিম্বা তাহা সাকরায় কিম্বা তাহার জন্য টাকা দেয় বা গ্রহণ করে, কিম্বা কোন রূপে তাহা ক্রয় বিক্রয় করে, কিম্বা

(গ) উক্তরূপ অভিপ্রায়ে এই আইনে বা উপস্থিত সময়ে প্রচলিত অন্য আইনে যদ্বিষয়ে বিশেষ বিধান হয় নাই এরূপ কার্য্য, কৌশল বা কল্পনা করে বা তাহাতে লিপ্ত হয়

সেই ব্যক্তির এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে

৬৯ ধারা (ক) ষ্টাম্পবিক্রয় করিতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ৭৪ ধারামতে প্রণীত কোন বিধি অমান্য করিলে, এবং

(খ) যিনি বিক্রয় করিতে নিযুক্ত নহেন এমন কোন ব্যক্তি এক আনার আটাল ষ্ট্যাম্প ভিন্ন কোন ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিলে কিম্বা বিক্রয় করিতে চাহিলে,

তাঁর ছয়মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে (১)

---

(১) নিজ ব্যবহারের জন্য ষ্ট্যাম্প কিনিয়া আবশ্যক না হইলে তাহা যদ্যপি অপরকে বিক্রয় করে, তাহাও এই অপরাধ মধ্যে গণ্য। কারণ তদ্দ্বারা জাল জালিয়াতি বৃদ্ধি পায়। Report of the Select Committee 31st December, 1878.

৭০ ধারা (১) এই আইনমতে কিম্বা এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ সংক্রান্ত নালিশ করিতে হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎপক্ষে যে কর্ম্মচারীকে সাধারণমতে কি কালেক্টর সাহেব যাঁহাকে বিশেষমতে ক্ষমতা দেন তাঁহার অনুমতি বিনা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) এইরূপ কোন নালিশ হইলে, রাজস্ব সম্পর্কীয় প্রধান তত্ত্বাবধারক কর্তৃপক্ষ অথবা এতৎপক্ষে তাঁহার স্থানে সাধারণ ভাবে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী মোকর্দ্দমা স্থগিত কি অপরাধের রফা করিতে পারিবেন।

(৩) যত টাকায় ঐরূপ কোন রফা হয় তাহা ৪৮ ধারায় যে প্রকারের বিধান করা গেল সেই প্রকারে আদায় করা যাইতে পারিবে।

৭১ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট এই আইন অনুসারে কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

৭২ ধারা। কোন নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে উক্ত প্রকার যে অপরাধ হয় নিদর্শন পত্র যে জিলায় কি রাজধানী নগরে পাওয়া যায় সেই জিলায় কি রাজধানী নগরে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের বিচার হইতে পারিবে এবং ফৌজদারী মোকর্দ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক যে আইন উপস্থিত সময়ে প্রবল থাকে সেই আইনক্রমে যে কোন জিলায় কি রাজধানী নগরে সেই অপরাধের বিচার হইতে পারে সেই জিলায় কি রাজধানী নগরেও সেই অপরাধের বিচার হইতে পারিবে।

প্রথম তপশীল।

দলিলাদির ষ্ট্যাম্প রুসুমের বিষয়

নং	কি দলিল	ষ্ট্যাম্পের পরিমাণ
১	ঋণ স্বীকার পত্র (Acknowledgment of debt) (১)...	/০ আনা
২	এডমিনিষ্ট্রেশন্ বণ্ড (Administration Bond) অর্থাৎ ধনাধ্যক্ষতার নিবন্ধন পত্র (২)	
	(ক) পরিমাণ ১০০০৲ টাকার অনধিক হইলে ...	ঐ টাকার পরিমাণের ১৫ নং তমসুকের ন্যায়
	(খ) অন্য কোন স্থলে .	■৲টাকা
৩	দত্তক গ্রহণ বা দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র (Adoption-deed উইল ভিন্ন) (৩) ...	১০৲টাকা।

---

(১) ব্যাঙ্কওয়ালার পাশ বহি ভিন্ন ২০৲ টাকার অধিক কোন ঋণ স্বীকারের বহি বা খাতাতে ঐ ষ্টাম্প দিতে হয় ... হইয়া থাকে তাহা ইহার অন্তর্গত ... সুদের কথা থাকিলে তাহা তমসুক মধ্যে গণ্য।

ব্যাঙ্কওয়ালা শব্দে কোন ব্যাঙ্কই যে বুঝাইবে তাহা নয় যে কেহ ব্যাঙ্কওয়ালার কর্ম্ম করেন তাঁহাকে বুঝাইবে।

(২) এতদ্দ্বারা উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইনের ২৫৬ ধারা গবর্ণমেণ্ট সেভিংব্যাঙ্ক বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনের ৬ ধ বা, প্রবেট ও এডমিনিষ্ট্রেশন বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৭৮ ধারা বা উত্তরাধিকারিত্বের সর্টিফিকেট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইনের ৯ বা ১০ ধারা অনুসারে সম্পাদিত নিবন্ধন পত্র বুঝ ইবে

(৩) স্বামী স্ত্রীকে যে দলিল দ্বারা দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি দেন তাহারই নাম "দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা পত্র বুঝাইত কিন্তু এখন যে সকল নিদর্শন পত্র দত্তক গ্রহণের লিপি স্বরূপ হইবে তাহাকেও বুঝ ইবে অর্থাৎ কেহ কোন দলিল দ্বারা স্বয়ং দত্তক গ্রহণ করিলেও তাহা বুঝাইবে 'তোমার পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে যদ্যপি আমার মৃত্যু হয় বা আমার ঔরসে তোমার গর্ভে কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তুমি অমুকের পুত্র অমুককে বা সদ্বংশজ কোন স্বজাতির সন্তানকে দত্তক পুত্র স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে ইত্যাদি এইরূপ ভাবের লেখাপড়া দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র ' স্বয়ং দত্তক গ্রহণ করিলে অন্যভাবে লেখাপড়া হইবে

৪ এফিডেভিট (*Affidavit*) (১) ... ১৲ টাকা।

অম্বাই জনৈক হিন্দু বিধবা তিনি ১০৲ টাকার ষ্টাম্পে এইরূপ ভাবে লেখ পড়া করিয়া ছিলেন, 'অপুত্রক বিধায় আমি (ক) কে তাঁহার পুত্র (খ) কে আমার দত্তক পুত্র স্বরূপে দিতে অনুরোধ করি এবং তিনি তাহাতে সম্মত হইয়ে তদীয় পুত্র (খ) কে ১লা আগষ্ট তারিখে বৈধ ক্রিয়াদি দ্বারা দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। ত হাতে আরও লেখা ছিল "দত্তক পুত্রের পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তিত হইল এবং এখন হইতে নূতন নামেই অভিহিত হইবে ইত্যাদি ইহ দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা পত্র নহে। এরূপ দলিল লেখ পড়ায় আদৌ ষ্টাম্প দিতে হয় না। I L. R. 13 Bom 280 কিন্তু এখন এরূপ দলিল ১০৲ টাকার ষ্টাম্প দিয় সম্পাদিত হইবে

পুত্রের পিতা যদ্যপি লেখ পড়া করিয়া দেন যে 'আমার পুত্রকে তোমায় দত্তক পুত্র-রূপে সম্প্রদান করিলাম ইত্যাদি, তাহ হইলে সে দলিলে কোন ষ্টাম্প লাগে না

উইলে দত্তক গ্রহণের ক্ষমত পত্র থাকিলে তাহার ষ্টাম্প দিতে হইবে ন নূতন আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে (*recording an adoptio 1*) ইহাতে 'আমি অমুককে দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করিলাম এবং আমার মরণান্তে ঐ দত্তক পুত্র আমার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে' বলিলে অনেকে বলিতে পারেন উইলে উপস্থিত কোন কাজ করা যাইবে না সকল কাজই মরণান্তে সম্পন্ন হইবে সুতরাং এখন দত্তক গ্রহণ লিপিবদ্ধ হইতে পারে না, বস্তুতঃ উইলের ব্যাখ্যায় তাহা বুঝায় না ভোগাধিকার মাত্র উইল দাতার মরণান্তে হইবে কিন্তু দত্তক গ্রহণ পত্রে বাধা হইবে ন কেন ? তাহা হইলে উইলে উইলের এক্সি-কিউটর নিয়োগ করা যাইত ন।

উইল পত্রের রেজিষ্ট্রী পক্ষগণের ইচ্ছাধীন, কিন্তু দত্তক গ্রহণ পত্রের রেজিষ্ট্রী অবশ্য কর্ত্তব্য। উইলে দত্তক গ্রহণের কথা থাকিলে ত হার রেজিষ্ট্রী করা ন করা পক্ষগণের ইচ্ছা। মুসলমানদের মধ্যে দত্তক গ্রহণের অধিকার নাই একটীর অধিক দত্তক পুত্র গ্রহণ করা যায় ন, হিন্দু আইন মতে দত্তক কন্যা গ্রহণ করা অবিধি

(১) যে সকল লোকের হলফ্ দিবার ক্ষমতা আছে তাঁহাদের নিকট হলফ্ বা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া কোন বিষয় লিখিয়া দেওয়াকে "এফিডেভিট" কহে। রেজিষ্টারি আফিসে এরূপ দলিল লিখিত পঠিত করিয়া রেজিষ্টারি করান যাইতে পারে ক রণ রেজিষ্টারি কার্য্যকারকের হলফ্ দিবার ক্ষমত আছে

এ দলিল লিখিয়া দিয়া ভবিষ্যতে আর তাহার বিপরীত বলা যায় না মনে করুন রাম শ্যামের নামে কোন সম্পত্তি বেনামী করিয়াছেন ইতি মধ্যে রামের মৃত্যু হইল রামের স্ত্রীর বচনানুযায়ী শ্যাম অপরকে বিষয় বিক্রয় করিল টাকা টা রামের স্ত্রীই লইল কিন্তু

৫ একরার নামা বা একরার নামার মর্ম্মাত্মক লিপি (Agreement or Memorandum of an Agreement)

(ক) কোম্পানির কাগজ বা কোন ব্যবসাদার কোম্পানির শেয়ার অর্থাৎ অংশ কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ (১) বিক্রয় সম্পর্কীয় নিয়ম — /০ আনা।

(খ) অন্যান্য একরার সম্বন্ধে—(২) — ॥০ আনা

৬। ইকুইটেবল বন্ধকী নিয়ম পত্র, অর্থাৎ কোন সম্পত্তির দলিল বা মূল্যবান সিকুরিটী গচ্ছিত করিয়া অথবা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা (Equitable Mortgage)

কেন লেখা পড়ার মধ্যে রহিল না, এরূপ স্থলে ভবিষ্যতে পাছে বাদের স্ত্রী কোন আপত্তি তুলে তজ্জন্য তাহার নিকট এফিডেভিট লেখাইয়া লওয়ান কলিকাতার এটর্ণীদিগের মত

Affidavit acts as estoppel as contemplated in the Evidence Act

(১) বিল অফ এক্সচেঞ্জ শব্দে ক্রয় বিক্রয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের অর্থানুযায়ী বিল অফ এক্সচেঞ্জ' বুঝাইবে হুণ্ডি, চেক বা তদ্রূপ কোন দলিলও বুঝাইবে

(২) রাম একটী বাটী ভাল অবস্থায় ফেরত দিলে শ্যাম দুই খানি হ্যাণ্ডনোট ফেরত দিবেন, ইহা এগ্রিমেণ্ট এই দলিলের কোন সর্ত্ত প্রতিপালনে অক্ষম হইলে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ করিব, ইহাও এগ্রিমেণ্ট। I. L R 8 Bom, 328

কণ্ট্রাক্টরের কার্য্যের উন্নতির সহিত টাকা দিবেন কেবলমাত্র শতকরা ১০্ টাকা হিসাবে কাটিয়া রাখিবেন যদি সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হয় তাহা হইলে সেই টাকা হইতে ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবেন। ইহাও একরার বা এগ্রিমেণ্ট

বাটীভাড়ার এগ্রিমেণ্ট বলিয়া লিখিত হইলেও কবুলতির ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

কোন সম্পত্তি ক্রয় করিব এ বায়না পত্রেও ॥০ আনার ষ্ট্যাম্প লাগিয়া থাকে

একরারে কোন কার্য্যসম্পাদনে দলিল সম্পাদনকারী অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েন, তৎসম্পাদনে অকৃতকার্য্য হইলে কম্পেনসেসন দিবার ব্যবস্থা থাকে, সে কম্পেনসেসন যত টাকাই হউক তাহার ষ্ট্যাম্প ॥০ আনা,—ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে

(ক) যেখানে দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে তিন মাসের পর কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধের নিয়ম থাকে ... { ইটাকার উপর বিল অব এক্সচেঞ্জ ১৩ নং (খ) র তুল্য মাশুল।

(খ) তিন মাসের মধ্যে পরিশোধের নিয়ম থাকিলে .. { উপরের লিখিত মাশুলের অর্দ্ধেক।

৭। অছি নিয়োগের ক্ষমতাপত্র (উইল ভিন্ন) (Appointment in execution of a Power.) (১) ... ১৫৲ টাকা

৮ মূল্য নির্দ্ধারণ পত্র (Appraisement or Valuation) কোন মোকর্দ্দমায় আদালতের আদেশে যে পত্র প্রস্তুত হয় তদ্ভিন্ন

(ক) যে স্থলে ঐ মূল্য ১০০০৲ টাকার অনধিক সে স্থলে { ১৫ নং তমসুকের তুল্য

(খ) অন্য কোন স্থলে .. ৫৲ টাকা

৯ শিক্ষানবিশী চুক্তিপত্র (Apprenticeship deed) ১১ নং ভিন্ন কোন ব্যবসায় বাণিজ্য বা কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করিবার নিমিত্ত শিক্ষানবিশ কেরানী বা চাকর রাখিলে তাহার সম্বন্ধে যে লেখা পড়া হয় তাহা— ... ৫৲ টাকা।

---

(১) স্বয়ং অছি নিযুক্ত না করিয়া অপরকে অছি নিযুক্ত করিবার যে ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায় তাহাকে কহে উইলে এই ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে তাহার জন্য ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না মনে করুন কেহ হযত সহসা স্থানান্তরে যাইবেন, তাঁহার বিষয় বিভব রক্ষণাবেক্ষণের তত্ত্বাবধান জন্য উপযুক্ত লোক তখন পাওয়া গেলনা, সুতরাং তিনি তাঁহার কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা পত্র দিয়া গেলেন ট্রাষ্টিকে ট্রাষ্ট দলিলে সম্পাদনকারীর সহিত সহি করিতে হইবে অর্থাৎ দাতা গ্রহীতা উভয়কেই সহি করিতে হইবে অছি নিয়োগের ক্ষমতা পত্র বলে অছি নিযুক্ত হইলে যাঁহার উপর ক্ষমতা পত্র দেওয়া হয় তিনি এবং ট্রাষ্টি উভয়ে সহি করিবেন এ সকল দলিল রেজেষ্ট্রী না হইলে কোন কার্য্যকারক হইবে না (See Sec 5 of Act II of 1882)

When a man is invested with power to determine the disposition of pro-

১০ কোম্পানি সমবায়ের নিয়মাবলী (Articles of Association of a company) ২৫৲ টাকা।

১১ ক্লার্কের নিয়মপত্র অর্থাৎ এটর্ণী স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার অভিপ্রায়ে ক্লার্কের কর্ম্ম করিতে যে চুক্তি করা যায় (Articles of clerkship) ২৫০৲ টাকা

১২ সালিসী বা মধ্যস্থের মীমাংসাপত্র (Award) সম্পত্তির মূল্য। (১)

(ক) ১০০০৲ টাকার কম হইলে { ১৫ নং তমস্সুকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প

(খ) তদতিরিক্তে .. . ৫৲ টাকা

১৩ বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ তাহা নিবন্ধ পত্র, ব্যাঙ্ক নোট কি কারেন্সী নোট না হইলে

(ক) টাকা চাহিবামাত্র দেয় হইলে (২) .. ... এক আনা

(খ) চাহিবা মাত্র পরিশোধনীয় বটে কিন্তু বিলের তারিখের অথবা তাহা দেখিবার পর এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয় হইলে— একে২ দেওয়া গেলে, একসেটে এক সেটে দুইটা থাকিলে তিনটা প্রত্যেক ৫৲ কিলে সেটের প্রত্যেক জন্য খণ্ডের জন্য।

---

perty of which he is not the owner, he is said to have power to appoint such property —*Act X of 1865 Sec 50, Explanation.*

(১) সালিশ (Arbitrator) এবং মধ্যস্থ (Umpire) মত ভেদ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির (Umpire) মতানুসারে মীমাংসা হয় See Civil Procedure Code from Section 503 to 517

একরার দ্বারা সালীশ মানা হয়, ইহার ষ্ট্যাম্প ৷৷০ আনা, সালিশরা সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিলে বণ্টন নামার ষ্ট্যাম্প দিতে হয় ২ ধারার ১৫ ও কবং দেখুন পূর্ব্বে এরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইত না

(২) দুই কি তিন মাস পরে দিব এমন কোন সময় নির্দ্দেশ করিলে আর /০ আনার ষ্ট্যাম্প দিলে হইবে না এরূপ দলিল জরিমানা লইয়াও প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যায় না এ সকল দলিলে সাক্ষী থাকা চলে না

বিলের কি নোটের টাকা ২০০৲ টাকার অনধিক হইলে				৵০	।০	।০
২০০৲ টাকার অধিক		৪০০৲ টাকার অনধিক		০	৵০	৵০
৪০০৲	,, ,,	৬০০৲	,,	৵০	৶০	৵০
৬০০৲	,, ,,	১০০০৲	,,	৵০	।০	০
১০০০৲	,, ,,	১২০০৲	,,	৸০	৵০	০
১২০০৲	,, ,,	১৬০০৲	,,	১৲	০	৵০
১৬০০৲	,, ,,	২৫০০৲	,,	১০	৸০	[illegible]
২৫০০৲	,, ,,	৫০০০৲	,,	৩৲	১০	১৲
৫০০০৲	,, ,,	৭৫০০৲	,,	৪০	২০	১০
৭৫০০০৲	,, ,,	১০,০০০৲	,,	৬৲	৩৲	২৲
১০,০০০৲	,, ,,	১৫,০০০৲	,,	৯৲	৪০	৩৲
১৫,০০০৲	,, ,,	২০,০০০৲	,,	১২৲	৬৲	৪৲
২০,০০০৲	,, ,,	২৫,০০০৲	,,	১৫৲	৭০	৫৲
২৫,০০০৲	,, ,,	৩০,০০০৲	,,	১৮৲	৯৲	৬৲
এবং ৩০০০০৲ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০,০০০৲ টাকা বা তাহার কোন অংশের নিমিত্ত				৬৲	৩৲	২৲

(গ) বিলের তারিখের কি তাহা দেখিবার এক বৎসরের অধিক কোন কালে পরিশোধনীয় হইলে ... ... { ১৫ নং তমসুকের তুল্য মাশুল

সচরাচর যাহাকে সমাচারী, বরাতী এবং সিফারিসি চিঠি বলিয়া থাকে তদ্রূপ চিঠি ব্যবহার করিয়া কোন কোন স্থানে ষ্ট্যাম্প মাশুল ফাঁকি দেওয়া হইয়া থাকে এই বথ বোর্ড অবগত হইয়াছেন এই সমস্ত চিঠির যে সকল নমুনার বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে যথা :—

১ প্রকৃত সমাচারী চিঠি ইহার উপর ১৮৯৯ সালের ২ আইনের কোন বিধান অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

২ বরাতী চিঠি যত টাকারই হউক, ইহার উপর ১৮৯৯ সালের ২ আইনের ২ তফসীলের ৪১ দফা অনুসারে এক আনা ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়

১৪ বিল অফ্ লেডিং (রায় থ্রু বিল অফ লেডিং) (১) ... চারি আনা

মন্তব্য বিল অফ লেডিং পৃথক পৃথক খণ্ডে কর গেলে সেটের প্রত্যেক খণ্ডে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয় চাই

১৫ তমসুক (Bond) (২)

টাকার পরিমা কি মূল্য ১০৲ টাকার অধিক না হইলে · ৵০ আনা

টাকার পরিমাণ কি মূল্য ১০৲ টাকার অধিক কিন্তু

৫০৲ টাকার অনধিক হইলে ॥ আনা

" " ৫০ " " ১০০৲ হইলে ·· ॰ আনা

---

৩ হুণ্ডী বা বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ ইহার উপর ১৮৯৯ সালের ২ আইনের ॥ তফশীলের ১৩ দফা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হ রে মাশুল দিতে হয়

শেষোক্ত দুই শ্রেণীর সহিত প্রথম শ্রেণীর প্রভেদ স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয় কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা তত স্পষ্ট নয় বোর্ডের মতে প্রধান প্রভেদ এই যে বরাতী চিঠিতে ঠিক কত টাকা দিতে হইবে তাহার নির্দেশ থাকে ন (যত টাক পর্য্যন্ত ধার দেওয় যাইতে পারিবে ইহার নির্দেশ থাকিতেও পারে না থাকিতেও পারে) কিন্তু হুণ্ডিতে ঠিক কত টাকা দিতে হইবে ত হার নির্দেশ থাকে

উদাহরণ

(ক) এলাহাবাদের 'ক' কলিকাতায় 'খ' কে লিখিতেছেন : 'গ' কলিকাতায় যাইতেছেন তাঁহার যত ট ক দরকার আপনার উপর হুণ্ডী কাটিয়া লইবেন ১০০০৲ টাক পর্য্যন্ত তাঁহার হুণ্ডীর টাক দিবেন ও আমাদের হিসাবে খরচ লিখিবেন '

এইখ নি বরাতী চিঠি

(খ) এলাহাবাদের 'ক' কলিকাতায় 'খ' কে লিখিতেছেন :— 'গ' আমাদের নিকট "ঘ' কে দিবার নিমিত্ত ১০০০৲ ট কা জমা দিয়াছেন চ' চাহিলে বা তাঁহার অর্ডারক্রমে ঐ ট কা তাঁহাকে দিবেন ও আমাদের হিসাবে খরচ লিখিবেন

এইখানি হুণ্ডী

(১) বিল্ অব্ লেডিং কথাটী কেবল জাহাজ (ship) ও জলযান (vessel) সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়, রেলওয়েতে প্রেরিত মাল সম্বন্ধে রসীদ কথ ব বহৃত হয় ২ ধারার (৪) প্রকরণ দেখুন

(২) চাহিব মাত্র দিবার সর্ত থাকিলেই হ্যাণ্ডনোট বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা /০ আনার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড় হইবে হ্যাণ্ডনোটে সুদের কথা উল্লেখ থাকিতে পারে, তজ্জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় ন, হ্যাণ্ডনোটে সাক্ষী থাকে না চাহিবামাত্র দিবার কথা না

১০০৲ হইতে ১০০০৲ পর্য্যন্ত প্রতি শতে ॥০ আনা

এবং ১০০০৲ টাকার উপর প্রতি ৫০০৲ টাকার কি তাহার

কোন অংশের নিমিত্ত (১) ২॥০ টাকা

থাকিলে ব সাক্ষী থাকিলে তাহা তমঃস্বক বলিয়া গণ্য হইবে সাক্ষীর সম্মুখে হাণ্ডনোটের টাকা দেওয়া হইবে সত্য কিন্তু তাঁহারা হাণ্ডনোটে সাক্ষ্য স্বরূপে সহি করিতে পারিবেন না। করিলে তমঃস্বকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এবং এক আনার রসিদ ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া হইবে না হাণ্ডনোটে সাক্ষী সময় সময় থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বাপর নির্ণয় করা অনেকের পক্ষে কঠিন বলিয়া সাক্ষী না রাখাই কর্ত্তব্য, অন্যথা জরিমানা হয়

তমঃস্বক শব্দে—

(ক) যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এই নিয়মে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন যে নির্দ্দিষ্ট কোন কার্য্য করা গেলে কিম্বা স্থলভেদে না করা গেলে ঐ নিবন্ধন ব্যর্থ হইবে সেই নিদর্শনপত্র

ইহাতে অনেকে মনে করেন যে এই বিধানের মর্ম্মানুসারে একরারে তমঃস্বকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয় অর্থাৎ একরারে যত টাকার হইবে তাহার উপর তমঃস্বকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয় কিন্তু ইহার অর্থ তাহা নয় ইহা জামিনী কবুলতির জন্য লিখিত হইয়াছে, যথা 'কোন কার্য্য করা গেলে' অর্থাৎ মনে করুন যদি সর্ত্ত থাকে যে প্রজার দেয় খাজনা ত গাদি *করিলে জামিনী টাকা হইতে সেই টাকা দায় খরচা আদায় হইবে ' সুতরাং তমঃস্বক থাকিলে* তামাদি হইতে দিলে তিনি তাহার দায়ী, কারণ উক্তি ব্যাখ্যানুসারে তিনি নিয়ম ভঙ্গ করিতেছেন এখানে যে কার্য্য করা নিষেধ তাহা করা হইতেছে, সুতরাং নিবন্ধ ব্যর্থ হইল না। আর 'না করা গেলে' অর্থাৎ দলিলে আছে টাকা তছরূপ করিলে সমস্ত টাকা ও খরচা দিতে হইবে " সুতরাং তছরূপ না করা গেলে নিবন্ধ ব্যর্থ হইতেছে

(খ) আজ্ঞামতে (on de nand) অথবা বাহকের boarer) নিকট দেয় নয় সাক্ষীর স্বাক্ষরিত এমন যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি কাহাকে টাকা দিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহা—(ইহাই সাধারণ তমঃস্বকের কথা)

(গ) উক্তমতে স্বাক্ষরিত যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অন্য কাহার নিকট শস্য বা *কৃষিজাত অন্য দ্রব্য অর্পণ করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহাও বুঝাইবে*

ইহাও সাধারণ তমঃস্বকের কথা (খ) দফায় টাকার কথা লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে অর্থাৎ (গ) দফায় শস্য বা কৃষিজাত দ্রব্যের কথা লেখা হইয়াছে তমঃস্বক টাকা লইয়াও হয় এবং *শস্যাদি লইয়াও হয় তাহাই এই দুই দফায় বর্ণিত হইয়াছে শস্যাদি লইলে তাহার* সেই দিনের বাজার দর ধরিয়া ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে সুদ শস্যে দেওয়া চলে I. L. R 7 Bom 134

(১) ১০০১ টাকার দলিল হইলেই ৭॥০ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। যেহেতু

১৬ বাটমরি বণ্ড (Battomry Bond) অর্থাৎ যে নিদর্শনপত্র দ্বারা সমুদ্রগামী জাহাজের স্বামী উক্ত জহাজ রক্ষা বা তাহার অর্ণবযাত্রা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত জাহাজ বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করেন		উক্ত টাকার তমসুকের (১৫নং)তুল্য মাশুল।
১৭ রহিত করণের নিদর্শনপত্র (Instrument of cancellation, যায় যে কোন নিদর্শনপত্র দ্বারা পূর্ব্ব সম্পাদিত কোন নিদর্শনপত্র রহিত করা হয় তাহা) প্রমাণীকৃত হইলে ও তজ্জন্য অন্য রকম বিধান না হইযা থাকিলে	(২) ...	পাঁচ টাকা
১৮। নীলামের সার্টিফিকেট (Certificate of sale.) স্বতন্ত্র লাট বলিয়া ধরা ও নীলাম করা প্রত্যেক সম্পত্তি সম্বন্ধে		
(ক) পণের টাকা ১০৲ টাকার অনধিক হইলে	..	৶০ আনা
(খ) ,, ১০৲ টাকার অধিক কিন্তু ২৫৲ টাকার অনধিক	...	০ আনা
(গ) অন্য স্থলে	..	খরিদা টাকার উপর ২৩নং কোবালার ষ্ট্যাম্প
১৯ শেয়ার কিম্বা ষ্টকের অধিকারিত্বের সার্টিফিকেট		⁄০ আনা
২০। চেক (Cheque) (৩) ...	...	⁄০ আনা।

মনে না করেন যে হাজার টাকার ৫৲ টাকা ও ১৲ এক টাকার ৶০ মোট ৫৶০ ষ্ট্যাম্প দিলেই হইবে এ প্রকার ভুল হইয়া থাকে বলিয়া উল্লেখ করা গেল

(২) উইল রহিত করণ সাদা কাগজে হয়, তদ্ব্যতীত ৫৫ নং মুক্তি পত্র, ৫৮ খ নং নিরপণ পত্র অর্পণ করণ পত্র ৬১ নং ইস্তাফা নাম ৬৪ খ নং ট্রাষ্ট রহিত করণ পত্র প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সকল দলিল রহিত করণ হয় না যাহা সম্পাদনের পর তাহাতে গ্রহীতার সত্ব ব স্বামীত্ব জন্মে তাহা রহিত করা যায় না, তদ্ভিন্ন অপরাপর দলিল রহিত করা যাইতে পারে।

(৩) নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যাঙ্কওয়ালার নামে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ লিখিয়া দেওয়া হয়, চাহিবা মাত্র টাকা দেয় ইহা ভিন্ন অন্য নিয়ম না থাকিলে 'চেক' শব্দে সেই বিল অফ এক্সচেঞ্জ বুঝাইবে

২০ চার্টর পার্টি অর্থাৎ টগ্ ষ্টীমারের ভাড়ার নিমিত্ত যে নিয়মপত্র করা যায় তদ্ভিন্ন যে নিদর্শনপত্রক্রমে ভাড়াকারির নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের নিমিত্ত জলযান কি তাহার নির্দ্দিষ্ট প্রধান কোন অংশ ভাড়া করিয়া লওয়া যায় সেই নিদর্শন পত্রে কোন দণ্ডের বিধান থাকুক বা না থাকুক সেই নিদর্শনপত্র ... ১৲ এক টাকা।

২১ চেক (Cheque) (১) .. ৵০ আনা।

২২ বন্দোবস্ত পত্র (Composition-Deed)(২) ... ১০৲ টাকা

২৩ বিক্রয় কোবালা (সমর্পণ পত্র Conveyance)(৩)

সম্পত্তির মূল্য ৫০৲ টাকার অনধিক হইলে ॥ আনা

১০০৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি শতে বা তাহার কোন অংশে .. ... ১৲ টাকা

১০০০৲ টাকার অধিক হইলে প্রতি ৫০০৲ টাকা বা তাহার কোন অংশে . .. ৫৲ টাকা

বর্জ্জিত স্থল

ভারতবর্ষীয় প্রত্নধন বিষয়ক ১৮৪৭ সালের আইনের ৩ ধারামতে দেখাইয়া প্রত্নধন অর্পণকরণ পত্র

---

(১) নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যাঙ্কওয়ালার নামে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ লিখিয়া দেওয়া হয়, চাহিবা মাত্র টাকা দেয় ইহা ভিন্ন অন্য নিয়ম না থাকিলে 'চেক' শব্দে সেই বিল অফ এক্সচেঞ্জ বুঝাইবে

(২) খাতক মহাজনের হিতার্থে বা ঋণের টাকার ডিভিডেণ্ট দিবার জন্য অথবা খাতকের ব্যবসায় মহাজনের তত্ত্বাবধানে পরিচালনের জন্য খাতক মহাজনকে যে দলিল লিখিয়া দেন তাহাকে 'বন্দোবস্ত পত্র' কহে *Composition* means the adjustment of a debt or avoidance of an obligation by some form of compensation agreed on between the parties

(৩) 'সমর্পণ পত্র' শব্দে বিক্রয়ের সমর্পণ পত্রও বুঝাইবে এবং যে নিদর্শন পত্র ক্রমে কোন ব্যক্তির জীবদশায় স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় এবং যাহার সম্বন্ধে প্রথম তফসীলে বিশেষ করিয়া প্রকারান্তরের বিধান করা হয় নাই সেই নিদর্শনপত্রও ঐ শব্দের অন্তর্গত

২৪ প্রতি লিপি অর্থাৎ সহি মোহরযুক্ত দলিলের অবিকল নকল (Copy or Extract)

(ক) মূল দলিলে ষ্ট্যাম্প না থাকিলে বা ষ্ট্যাম্প ১৲ টাকার অনধিক হইলে . . . ৹ আনা।

(খ) স্থলান্তরে (১) ... ১৲ টাকা

২৫ অনুলিপি কি দোকর লিপি হইলে (Counterpart or Duplicate)

(ক) আসল দলীলের মাসুল এক টাকার অনধিক হইলে — আসল দলীলের তুল্য মাসুল

(খ) স্থলান্তরে (২) .. ... ১৲ টাকা।

বর্জ্জিত স্থল

কৃষককে যে ভোগানুমতিপত্র (পাট্টা) দেওয় যায় তাহার মাসুল না লাগিলে সেই পত্রের অনুলিপি

২৬ কষ্টমস বাণ্ড (শুল্ক নিবন্ধপত্র)

(ক) পরিমাণ ১০০০৲ টাকার অধিক না হইলে ... ... উক্ত টাকায় নিবন্ধপত্রের (১৫নং) তুল্য মাসুল

(খ) স্থলান্তরে .. .. পাঁচ টাকা

---

(১) রেজিষ্ট্রী আফিস হইতে কোন দলিলের অবিকল নকল লইতে হইলে এই হিসাবে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে

(২) অর্থাৎ কোন দলিলের অবিকল নকল ২৪ ও ২৫ ধারার প্রভেদ এই। ২৪ ধারায় রেজিষ্ট্রী আফিসে যে দলিলের নকল থাকে, তাহারই অবিকল নকল বুঝাইবে ২৫ ধারায় কোন দলিল যাহা রেজিষ্ট্রী হয় নাই তাহারই নকল বুঝাইবে মনে করুন ১০০৲ টাকা মূল্যের ষ্টাম্পে ৪ জন অংশীদার একটি বিভাগ পত্র লেখা পড়া করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের নিকট এক এক খানি দলিল থাকা আবশ্যক সে অবস্থায় ১৲ টাকার ষ্টাম্পে আর ৪ খানি মূল দলিলের অবিকল নকল করিয়া রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল করিলে তাহাও রেজিষ্ট্রী হইবে এই প্রকার দলিলকেই অনুলিপি কহে পাট্টার পুরা মূল্যের ষ্ট্যাম্প থাকিলে এই ধারা অনুসারে ষ্টাম্প ১৲ টাকা হইবে

২৭। ডিবেঞ্চর (বন্ধকী ডিবেঞ্চর হউক বা না হউক) উহা যদি এরূপ ক্রেয় বিক্রেয় সিকুরিটী হয় যে অর্পণ করণ দ্বারা কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে কিম্বা হস্তান্তরের পৃথক নিদর্শনপত্র দ্বারা হস্তান্তর করা যাইতে পারে তাহা হইলে .. — উক্ত টাকার (১৮নং) নিবন্ধ পত্রের তুল্যমাশুল

ব্যাখ্যা।—ডিবেঞ্চর শব্দে তৎসংযুক্ত সুদের কুপনও বুঝাইবে কিন্তু মাশুল হিসাব করিবার সময় ঐ কুপনের লিখিত টাকা ধরিতে হইবে না।

২৮। মাল সম্পর্কীয় ডিলিবরি অর্ডর অর্থাৎ কোন ডাক কি বন্দরে কিম্বা যে আড়তে ভাড়া বা খাজনা দিয়া মাল মজুত কি গচ্ছিত রাখা গিয়া থাকে এমন কোন আড়তে কিম্বা কোন জেটিতে ২০ বিশ টাকার অধিক মূল্যের যে মাল থাকে সেই মালের স্বামিত্ব বিক্রয় কি হস্তান্তরকরণসূচক যে নিদর্শনপত্র দ্বারা তল্লিখিত কোন ব্যক্তি কি তাঁহার প্রতিপুরুষ (এসাইনি) কিম্বা ঐ পত্রধারী ঐ মাল লইয়া যাইতে স্বত্ববান হন সেই নিদর্শনপত্রে ঐ মালের স্বামিত্ব বা তৎপক্ষে অন্য ব্যক্তির স্বাদের থাকিলে .. .. — এক আনা

২৯। বিবাহবন্ধনচ্ছেদ বা তালাক নামা (Deed of Divorce) .. ... — ১৲ টাকা

৩০। (ক) এটর্ণী হইলে — ৫০০৲ টাকা।

(খ) এডভোকেট হইলে — ২৫০৲ টাকা।

৩১। বিনিময় পত্র (Instrument of Exchange—(১) . — যে সম্পত্তির মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেই মূল্যের উপর ২৩ নং কোবালার ন্যায় মাশুল

---

(১) সাধারণতঃ ইহাকে এওজনামা কহে। কোন বস্তুর পরিবর্ত্তে অন্য বস্তু দেওয়ার নামই 'বিনিময় পত্র'। বিক্রয় ও বিনিময়ে এ ভেদ এই যে বিক্রয় করিতে গেলে মূল্য থাকা আবশ্যক সে মূল্য নগদ দেওয়া হউক বা পরে দিবার কথা থাকিতে পারে বা কতক মূল্য দেওয়া হয় ও বাকি পরে দিবার কথা থাকে (See Sec. 54 of the Transfer of Property Act) কিন্তু বিনিময়ে মূল্য লওয়া হয় না কেবল মাত্র যে যে সম্পত্তি বিনিময় করা

৩২ বন্ধকী সম্পত্তিকে পুনর্ব্বার দায়সংযুক্ত করণ-পত্র (১)	
(ক) যে স্থলে মূল বন্ধকী দলিল (৪০ক) প্রকরণ অনুসারে সম্পাদিত হয়।	মূল দলিলে যত টাকা উল্লিখিত আছে সেই টাকার (২৩ ধারার) কোবালার তুল্য ষ্ট্যাম্প
(খ) যে স্থানে প্রথম বন্ধকী পত্র ৪০ (খ) প্রকরণ অনুসারে ... সম্পাদিত হইয়াছে	মূল দলিলে যত টাকা উল্লিখিত আছে তাহার ১৫ ধারার তমস্থকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প
৩৩ দান পত্র বা হেবা নামা (Gift) (২)	সম্পত্তির মূল্যানুসারে ২৩ ধারার কোবালার তুল্য ষ্ট্যাম্প।

হয়, তাহা রই অনুমানিক মূল্য দলিলে উল্লিখিত হইয়া থাকে আবশ্যক বশতঃ কেহ হয়ত ৫০০৲ টাকার সম্পত্তি ২০০৲ টাকার সম্পত্তির পরিবর্ত্তে বিনিময় করিয়া থাকেন এরূপ স্থলে উভয় দলিলই ৫৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা পড়া করিতে হইবে এক খানি ৫৲ টাকার ও অপর খানি ২৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে নহে

সাধারণতঃ বিনিময় পত্র দুই খানি দলিল দ্বারা সম্পাদিত হয় তাই ও কথা বলা গেল নতুবা একটীর ষ্ট্যাম্প দিলেই চলে বিনিময় পত্র লেখার নিয়ম এক দলিলে উভয়ে সই করে এবং লেখা আমি অমুক (ক) চিহ্নিত সম্পত্তি লইলাম এবং আমি অমুক (খ) চিহ্নিত সম্পত্তি লইয়া বিনিময় পত্র লিখিয়া দিলাম এরূপ স্থলে ৫০০৲ টাকার সম্পত্তির ষ্ট্যাম্প ৫৲ টাকা দিলেই চলে ৫৲ টাকা করিয়া দুখানি ষ্ট্যাম্পের আবশ্যক হয় না ফলে দলিলে দুই জনকেই সহি করিতে হয় উভয়ের নিকট দলিল রাখিবার জন্য একখানি মূল ও একখানি তাহার অনুলিপি সম্পাদন করিলেই হয়

(১) অর্থাৎ একবার যে সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া টাকা কর্জ্জ লওয়া হইয়াছে, সেই সম্পত্তির উপর আবার টাকা লওয়াকে "বন্ধকী সম্পত্তিকে পুনর্ব্বার দায় সংযুক্ত করণ পত্র' কহে

(২) মুসলমানেরা ইহাকে হেবানামা বলিয়া থাকেন দান পত্রে যদি এমন লেখা থাকে যে, যে বিষয় দান করা হইল তাহার উপস্বত্ব হইতে দাতাকে তাহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত ভরণ পোষণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সে দলিল 'ডিক্লারেশন্ অফ্ ট্রাষ্ট' নহে তাহার ষ্ট্যাম্প দান-পত্রের অনুযায়ী লইতে হইবে I L R 12 Mad. 80

দান করিলাম কিন্তু এই সমস্ত সম্পত্তি তুমি কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবে

৩৪। ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র (Indemnity Bond) (১)	উক্ত টাকার (৫৭ নং) ■ তিনি কবুলতির তুল্য মাশুল

৩৫ ভোগানুমতি পত্র (২) অর্থাৎ পাট্টা বা কবুলতি যাহার অধীন বা পেটাও পাট্টা বা কবুলতি পত্র, এবং ইজারা কি দর ইজারা দিবার যে কোন নিয়ম পত্র (Lease)

গা ' ইত্যাদি সর্ত দান পত্রে থাকিতে পারে এ গুলিকে Conditional gift বা সর্তসংযুক্ত দানপত্র কহে।

দান পত্রে সম্পত্তির দখল গ্রহীতা দলিল লেখাপড়ার তারিখ হইতে পাইয়া থাকেন। সম্পত্তির দখল না লইয়া গ্রহীতার মৃত্যু হইলে সে দান অকর্মণ্য হইয়া যায় ৭০০ ৭০০ 112 of the Transfer of Property Act.

উইলের সর্ত ইহার বিপরীত উইলে দাতার মৃত্যু না হইলে সম্পত্তিতে সর্ত বর্ত্তে না "আমার মৃত্যুর পর নিম্নলিখিতরূপে আমার সমস্ত সম্পত্তি বিভক্ত হইবে ইত্যাদি সর্ত উইলে থাকা আবশ্যক দান ■ উইলের এই পার্থক্য স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য নতুবা উইল লিখিতে দান পত্র ও দান পত্র লিখিতে উইল লেখা হইয়া থাকে।

স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ জন্য কোন সম্পত্তি স্ত্রীকে লেখা পড়া করিয়া দিলে তাহা নিরূপণ পত্র (Settlement) নহে দানপত্র

কোন আত্মীয়কে যদি এই সর্তে কোন সম্পত্তি দেওয়া যায় যে, আমি যত কাল জীবিত থাকিব, তত কাল আমায় প্রতিপালন করিবে তাহা হইলে সে দলিলও দান-পত্র মধ্যে গণ্য (মাদ্রাজ বোর্ডের মন্তব্য নং ৫৯৬ ইং ১৮৯২)

একটী ভদ্র মহিলা কোন বিষয়ের কর্তৃত্বভার ও জীবন সত্ত্ব মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তির পরিবর্ত্তে দিয়াছিলেন, স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইহা (Conditional gift) দান পত্র।

(১) কোন সম্পত্তির খাতরজিতে যে, দলিল লেখাপড়া হয়, তাহাকে ইনডেমনিটী বণ্ড কহে; যথা 'ক একটী সম্পত্তি 'খ কে বন্ধক দিলেন এবং গ একটী দলিল দ্বারা 'খ এর নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন যে, বন্ধকের সমস্ত টাকা সায় সুদ যদ্যপি ক এর নিকট আদায় না হয় বা আদায় দিতে ত্রুটী করে, তাহা হইলে আমি আপনার সমস্ত প্রাপ্য টাকার দায়ী রহিলাম

(২) 'ভোগানুমতিপত্র শব্দে স্থাবর সম্পত্তির ভোগানুমতি পত্র এবং নিম্নলিখিত লিপিগুলিও বুঝাইবে—

(ক) খ জ ন নিরূপিত হইলে এবং কোনরূপ সেলামী দেওয়া না গেলে—

(৵০) এক বৎসরের কম মিয়াদ হইলে	যে খাজান দেওয়া যায় তাহার উপর ১৫ নং তমস্থকের ষ্ট্যাম্প
(৶০) মিয়াদ এক বৎসরের কম নয় কিন্তু ৩ বৎসরের অধিকও নয়	গড়ে (১) বার্ষিক খাজানা যত নির্দ্ধারিত হয় তাহার উপর ১৫ নং তমস্থকের ন্যায় ষ্ট্যাম্প
(৶০) মিয়াদ ৩ বৎসরের অধিক হইলে	গড়ে যে বার্ষিক খাজানা হয় তাহার উপর ২৩ নং কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প
(০) কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য না হইলে অর্থাৎ বে মিয়াদ হইলে	প্রথম দশ বৎসরে গড়ে যত বার্ষিক খাজানা হয় তাহার উপর ২৩ নং কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প।
(৵০) চিরকালের নিমিত্ত বলিয়া তন্মধ্যে প্রকাশ থাকিলে (২)	প্রথম প্রকাশ বৎসরের নিমিত্ত মোট যে খাজনা দেওয়া কি অর্পণ করা হইত সেই টাকার এক পঞ্চমাংশ টাকার তুল্য মূল্যের (২৩নং) সমর্পণ পত্রের অর্থাৎ কোবাল র তুল্য মাস্থল

(ক) ৭ ট্টা

(খ) পাটার অনুলিপি নয় এমন যে কবুলিয়ত বা অন্য লিপিদ্বারা কোন স্থাবর সম্পত্তির অ বাদ কি অধিকার করিবার কি তজ্জন্যে খাজনা দিবার বা অর্পণ করিবার অঙ্গীকার করা যায় ত হা,—

(গ) যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন প্রকারের ইজ র দেওয়া য য় তাহ ;

(ঘ) ইজারার জন্য প্র র্থনা করিলে ত হা গ্রাহ্য হইলে প্রার্থনা পত্রের উপর এই অর্থ বোধ হইবার অভিপ্রায়ে যাহা কিছু লেখ হয় তাহ

( ) 'গড়ে' শব্দের অর্থ এই যে যদি প্রতি বৎসরের খাজনা সমান ন হয় অর্থাৎ প্রথম বৎসরের খাজনা যদ্যপি ৫০্ দ্বিতীয় বৎসরের ১০০্ এবং তৃতীয় বৎসরের ১২৫্ এইরূপ হয় তাহা হইলে ৩ বৎসরের খাজনা একত্র করিয়া বৎসরে যত খাজনা হয় তাহারই উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে সময় যদ্যপি নির্দ্দিষ্ট না থ কে অর্থাৎ বেমিয়াদি কবুলতিতে যদি এমন লেখা থাকে যে প্রথম পাঁচ বৎসর বার্ষিক খাজন ৫০্ দ্বিতীয় পাঁচ বৎসর ১০০্ তাহার পর প্রতি বৎসরে ১৫০্ ত হ হইলে দশ বৎসরের খ জন যাহা হয় তাহার সমষ্টি করিয় গড়ে বার্ষিক যত ট কা হয় তাহারই উপর কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প দেয়

(২) দলিলে যে করবী ইত্যাদি কথা থাকিলেই যে এই ধারা অনুসারে হইবে

(খ) জরিমানা কি সেলামী লইয়া কিম্বা অগ্রিম প্রদত্ত টাকার দরুণ দেওয়া হইলে ও খাজানা নির্দ্ধারিত না হইলে ..	লিখিত জরিমানা কি সেলামীর কি অগ্রিম প্রদত্ত টাকার তুল্য টাকার কি মূল্যের (২৩নং) সমর্পণ পত্রের তুল্য মাশুল
(গ) যে খাজানা নির্দ্ধারিত হয় তদতিরিক্ত জরিমানা কি সেলামী লইয়া কিম্বা অগ্রিম প্রদত্ত টাকার দরুণ দেওয়া হইলে (২)	জরিমানা কি সেলামী কি অগ্রিম প্রদত্ত টাকা না দেওয়া কি অর্পণ করা গেলে যে পাট্টা বা কবুলতিতে যে মাশুল লাগিত তাহার উপর জরিমানা কি সেলামী (ক) অগ্রিম প্রদত্ত টাকার লিখিত কি মূল্যের (২৩নং) সমর্পণ পত্রের তুল্য মাশুল (৩)

তাহা নয় যাহাতে সম্পত্তি চিরদিনের জন্য দেওয়া যাইতেছে বুঝাইবে, তাহাতেই দিতে হইবে। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল ও খাজনার কমিবেশী না হওয়া ও বলিয়া লেখা থাকিলে তাহার ষ্ট্যাম্প এই ধারা অনুসারে দিতে হইবে। মনে করুন ৫০২ টাকা খাজনার একটী সম্পত্তি মোকররী মৌরশীবিলি হইতেছে। এস্থলে ৫০২×৫০=২৫০০২ টাকা। ইহার এক পঞ্চমাংশ ৫০০২ টাকা, সুতরাং ১৫২ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। উপরের ধারায় ১০ বৎসরের গড় আছে, চিরস্থায়ীতে ৫০ বৎসরের এক পঞ্চমাংশ লেখা আছে, ফলে একই দাঁড়ায় কিন্তু লেখার তাৎপর্য্য এই যে ১০ বৎসরের উপরেও যদি খাজনার কম বেশী হয় তাহাও ধরিতে হইবে। কিন্তু উপরের ধারায় তাহা হইবে না।

(২) যদি মোকররী পাট্টা বা কবুলতী সেলামী বা পণ লইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সেলামীর উপর কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এবং ৫০ বৎসরের যত খাজনা হয় তাহার এক পঞ্চমাংশের উপর কোবালার ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। যে পাট্টা বা কবুলতি যে শ্রেণীর সেই শ্রেণীর দলিলে যে ষ্ট্যাম্প লাগে তাহার উপর সেলামীর জন্য কোবালার ষ্ট্যাম্প লাগিবে। ইহা বেশ স্পষ্টভাবে লেখা আছে সুতরাং মনগড়া কোন নিয়ম খাটাইলে চলিবে না।

(৩) কিন্তু কোন স্থলে পাট্টা বা কবুলতির উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প, তৎসম্বন্ধে একরার না যায় দেওয়া হইলে মূল দলিল (অর্থাৎ পাট্টা কি কবুলতি) সম্পাদিত হইতে ॥ আট আনার অধিক মাশুল লাগিবে না।

মনে করুন একটী পাট্টা লেখাপড়া হইতে অনেক সময় লাগে অথচ সন্দেহ নিবৃত্ত থাকে

বর্জ্জিত স্থল (Exemption)

কৃষিক র্যোব (১) জন্য যে পাট্টা ব কবুলতি দেওয়া যায় তাহার ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না

মেয়াদী ভিন্ন এক বৎসর নিয়াদি যত টাকার পাট্টা বা কবুলতি হউক না তাহা সাদা কাগজে লেখা পড়া হইবে মিয়াদ থাকিলে ব যে মিয়াদি কবুলতি হইলে ১০০ টাকা খাজনা পর্য্যন্ত সাদা কাগজ হইবে

কোন গোল হয় সে স্থলে এই একরার লেখাইয়া লইতে হয় তাহার পর মজার মত পাট্টা লেখাইয়া লওয়া চলে একরারে পূর্ণ মূল্যের ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইলে যত টাকারই পাট্টা হউক না ॥০ আনার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হইবে

বৌপাড়ের কবুলতির এই ধারা অনুসারে ষ্ট্যাম্প লওয়া না হইয়া ১৫ ধারা অনুসারে তমঃস্থকের মত ষ্ট্যাম্প লওয়া হয় ক বং ষ্ট্যাম্প আইনের ধরায়ত্বে স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ত্ব যাহাতে নির্দ্দিষ্ট কে তাহাই কবুলতি ভাড়ের তেজারতি ইজারা প্রভৃতিও কবুলতি সে সকলে তমঃস্থকের স্থায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না খোঁপাড়ের কবুলতি যত বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হইবে তত বৎসরের মোট টাকার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে স্থাবর সম্পত্তির কবুলতি হইলে এক বৎসরের আয়ের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হয়

(১) কৃষক শব্দে [illegible] চাষ করে তাহা দিগকেই বুঝাইবে

এই সকল কবুলতি কেবল কৃষিকার্য্যের জন্যই দেওয়া হয় কৃষক যদিও তৎসহ কোন বাগান পুষ্করিণী জমা করিয়া লয় তাহা হইলে সাদা কাগজে হইবে। তবে যদি হয় যে কাহার নারিকেল বা [illegible] হইবে বলিয়া প্রত্যেক বিঘা খাজনা [illegible] কবিবার জন্য জমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে দেওয়া হইল এরূপ কবুলতি সাদা কাগজেই হইবে তার উপস্বত্বের আয় ১০০ টাকার অধিক না হয়।
I. L. R. 15, Bom 7।

কোন পাট্টার কবুলতির অনুলিপি সাদা কাগজে হইবে তাহার জন্য প্রথম তপশীলের ২৫ প্রকরণ মতে ১ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না

এখন কৃষিক র্যোব কবুলতিতে লেখা আছে তাহা [illegible] (Lease for trees for the production of food or drink) ইহাতে কেহ মনে না করেন যে ফলকর ও ফলকর উভয়ই কৃষকদের জন্য সাদা কাগজে হইবে বিবেচ্য নয় কেবল ফল ভোগের জন্য জমি জমীর সঙ্গে বৃক্ষাদি থাকিলে তাহা সাদা কাগজে হইবে গাছের ফল বিক্রয়ের দ্বারা ভোগ দখল করিবে এ সর্ত্ত চলিবে না [illegible] এবং যে জল নয় যে সকল বৃক্ষে পানীয় উৎপন্ন হয় তাহা যেমন খেজুর বা তালগাছ ইত্যাদি

৩৬	শ্যারের (Share) নিদর্শনপত্র	এক আনা
৩৭	লেটার অফ ক্রেডিট . .	এক আনা
৩৮	খাতকী অনুমতি পত্র অর্থাৎ মহাজনেরা নির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত খাতকের উপর দাওয়া স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে স্বীয় বিবেচনা মতে কর্ম্ম চালাইতে দিবেন, মহাজন ও খাতকের মধ্যে এই মর্ম্মের নিয়মপত্র	দশ টাকা
৩৯	কোম্পানি সমবায়ের মর্ম্মাত্মক পত্র—	
	(ক) ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৩৭ ধারামত সমবায়ের নিয়মাবলি সঙ্গে দেওয়া গেলে	পনর টাকা
	(খ) উক্ত রূপে সঙ্গে দেওয়া না গেলে .	চল্লিশ টাকা
৪০	বন্ধক নামা (Deed of mortgage)	
	(ক) বন্ধকদাতা বন্ধকীপত্রের উল্লিখিত সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের দখল দিলে কিম্বা দিবার নিয়ম করিলে (১) ..	ঋণের উপর (২৩ নং) সমর্পণ পত্রে যত মাশুল লাগে তত।
	(খ) সম্পাদন কালে উক্ত মতে দখল দেওয়া না গেলে কিম্বা দিবার নিয়ম করা না হইলে ...	টাকার উপর (১৩ নং) নিদর্শন পত্রে যে মাশুল লাগে তাহা

(১) যেস্থলে সময় যে সকল সম্পত্তির দখল দেওয়া যায় বা দখল দিতে স্বীকার করা যায় 'স্বীকার' শব্দে তাহাই বুঝাইবে। যথা আমি যত দিন না সমস্ত টাকা পরিশোধ করি তত দিন এই সম্পত্তি আপনার দখলে থাকিবে অথবা অমুক তারিখে আমি এই বন্ধকী সম্পত্তিতে আপনার দখল দেওয়াইব ইত্যাদি।

'যদি দলিলের লিখিত সমস্ত টাকা কোন নির্দিষ্ট দিন মধ্যে না দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার পর দিন হইতে দখল দিব' এরূপ সর্ত্তে ৪০ (খ) হইবে। কারণ দলিল সম্পাদনের সময় দখল দেওয়া হইল না বা সেই সময়ে দখল দিবার স্বীকার করা হইল না। পরে দখল দিব এরূপ স্বীকার এস্থলে বুঝাইবে না। I. L. R. 8 Bom. 30; I. L. R. 10, Cal. 274.

ব্যাখ্যা —কোন বন্ধকদাতা বন্ধকগৃহীতাকে বন্ধকী সম্পত্তির কি তাহার কোন অংশের খাজন আদায় করিবার মোক্তারনামা কিম্বা ঐ সম্পত্তির বা অংশের ভোগানুমতিপত্র (পাট্টা) দিলে তিনি এই দফার অর্থানুসারে দখল দিলেন বলিয়া জ্ঞান হইবে

(গ) এক পর্য্যায়ের বা আনুসঙ্গিক বা অতিরিক্ত বা পরিবর্ত্তিত সিকুরিটী হইলে কিম্বা যে স্থলে উপরিউক্ত অভিপ্রায়ে আরও নিশ্চিত করিবার জন্য মুখ্য বা প্রথম সিকুরিটী নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্পযুক্ত হয় সেই স্থলে—(১)

১,০০০্ টাকার অনধিক যত টাকা কায়দা করা হয় তাহার নিমিত্ত	॥ আট আনা
এবং ১,০০০্ টাকার অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ১,০০০্ টাকা কি তাহার অংশ কায়দা করা হয় তন্নিমিত্ত .	॥ আট আনা

৪১ ফসল বন্ধকীপত্র (Mortgage of crops) ফসল বন্ধক দিবার সময় ক্ষেত্রে ফসল থাকুক বা থাকুক

(ক) ৩ মাস মধ্যে ঋণ পরিশোধের কড়ার থাকিলে	
২০০্ টাকা পর্য্যন্ত	/০ আনা
তদধিক প্রত্যেক ২০০্ টাকা বা তাহার অংশ ...	/০ আনা
(খ) নিদর্শনপত্রের তারিখ হইতে তিন মাসের অধিক কিন্তু একবৎসরের অনধিক কালে ঋণ পরিশোধনীয় হইলে ১০০্ টাকার অনধিক যত টাকা কায়দা করা হয়, তন্নিমিত্ত	০ আনা
এবং ১০০্ টাকার অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ১০০্ টাকা কি উহার অংশ কায়দা করা হয়, তন্নিমিত্ত	০ আনা

৪২ নোটোরিয়াল আক্ট অর্থাৎ নোটেরী পবলিক স্বীয় পদ সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনক্রমে কি অন্য ব্যক্তি আইন মতে নোটরি পবলিকস্বরূপ কর্ম্ম করিয়া (৫০ নং)

(১) বন্ধক নামায় বন্ধকী সম্পত্তির উপর যে সকল সর্ত্ত থাকে বা থাক সম্ভব তদপেক্ষা বেশী কিছু থাকিলে এই ধারার মতে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

৫২ টেষ্ট নয় এমন যে কোন নিদর্শনপত্র কি পৃষ্ঠলিপি করেন কি যে নোট কি সাক্ষ্য কি সার্টিফিকেট কি এন্ট্রি লেখেন কি উক্ত যে পত্রাদিতে স্বাক্ষর করেন তাহ ...		এক টাকা।
৪৩ যে নোট কি মর্ম্মাত্মক লিপিতে দালাল কি এজেণ্ট স্বীয় মওক্কেলের পক্ষে ক্রীত অথবা বিক্রীত কুড়ি টাকার অধিক মূল্যের মালের কি ষ্টকের কি ক্রেয় বিক্রেয় সিকুরিটীর সম্বাদ লিখিয়া মওক্কেলের নিকট পাঠান তাহা···		এক আনা।
৪৪। জাহাজের কাপ্তেনের প্রোটেষ্টের নোট ...		আট আনা।
৪৫ বণ্টনপত্র (Parti-tion.) (১)		ঐ সম্পত্তির পৃথকীকৃত অংশ বা অংশ সমূহের মূল্যের টাকায় (১৫ নং) নিবন্ধ পত্রের তুল্য মাশুল

(১) যে নিদর্শনপত্রক্রমে কোন সম্পত্তির সহ অধিকারীরা আপনাদের মধ্যে সেই সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাগ করেন কিম্বা করিতে সম্মত হন 'বণ্টনপত্র' শব্দে সেই নিদর্শনপত্র বুঝাইবে রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষের অথবা দেওয়ানী আদালতের বণ্টন করিবার চূড়ান্ত আদেশ এবং বণ্টনের আদেশসূচক কোন সালীসের মীমাংসাপত্রও উক্ত শব্দে বাচ্য

এটী পরিবর্ত্তিত বিধি সালীসের মীমাংসা পত্রে পূর্ব্বে ৫, টাকার ষ্ট্যাম্পই চূড়ান্ত ছিল, এখন বণ্টননামার আদেশ থাকিলে তাহাতে বণ্টননামার যেরূপ ষ্ট্যাম্প লাগে তাহাই দিতে হইবে এটী স্মরণ রাখিবার বস্তু

সম্পত্তি বাটওয়ারা হইবার পর উহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে অংশ থাকে তাহা (কিন্তু যদি সমান মূল্যের এবং অপর কোন অংশ অপেক্ষা ছোট নহে এমন দুই বা তদধিক অংশ থাকে তাহা হইলে ঐরূপ সমান অংশের মধ্যে একটী) হইতে অন্যান্য অংশ পৃথক করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে

কিন্তু সকল স্থলেই

(ক) ভিন্ন ভিন্ন অংশে সম্পত্তি বিভাগ করিবার নিয়মপত্র যুক্ত, বাটওয়ারার কোন নিদর্শনপত্র (একরার নামা) সম্পাদিত হইলে এবং সেই নিয়মপত্র (একরার নামা) অনুসারে বাটওয়ারা কার্য্য সম্পন্ন হইলে যে নিদর্শনপত্র অনুসারে ঐ বাটওয়ারা কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার উপর দেয় মাশুল হইতে প্রথম নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে যত টাকা মাশুল দেওয়া হইয়াছে তাহা বাদ যাইবে কিন্তু ঐ মাশুল আট আনার কম হইবে না।

এই বিধানটী হওয়ায় সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে অনেক সময় এমন হয় যে একটা বাটওয়ারা হওয়ায় হয়ত একটা মোকদ্দমা মিটিয়া গিয়া একটা গৃহ বিচ্ছেদের শান্তি হয়

৪৬ অংশনামা (Partnership.)

(ক) (/০) মূলধন ৫০০্ টাকার অনধিক হইলে ২০ টাকা

(৵০) স্থলান্তরে . ৫্ টাকা

(খ) অংশনামা রহিত করণ পত্র . ৫্ টাকা

৪৭ বিমাপত্র .

৪৮ মোক্তারনামা (Power of attorney)

(ক) একই বিষয় সম্বন্ধে এক কি একাধিক দলীল রেজিষ্টরী করাবার অভিপ্রায়ে কিম্বা ঐরূপ এক বা একাধিক দলীলের সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য সম্পাদিত হইলে (১) ॥০ আনা

কিন্তু তখন বণ্টননামা সম্পাদন হইয়া উঠে না। বণ্টননামায় যাবতীয় সম্পত্তির চৌহদ্দি আবশ্যক, সে সকল চৌহদ্দি সংগ্রহ করিতে অন্ততঃ ৩ মাস সময় লাগিবে, সেরূপ স্থলে এই একরার দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইবে। পরে যখন মূল দলিল সম্পাদিত হইবে তখন এই একরারনামা তাহার অংশ স্বরূপ গণ্য হইবে, এবং একরার নামায় পূরা মূল্যের ষ্টাম্প দেওয়া থাকিলে মূল দলিল ॥০ আনার ষ্টাম্পে সম্পাদিত হইবে। নতুবা একরারে যত টাকার ষ্টাম্প দেওয়া হইয়াছে তাহা মূল দলিলের ষ্টাম্প হইতে বাদ যাইবে।

(গ) ৩০ বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত রাজস্ব বন্দোবস্ত অনুসারে পূর্ণ সেটেলমেণ্ট দিয়া জমি দখল করা গেলে মাশুলের নিমিত্ত বার্ষিক রাজস্বের ৫ গুণের অধিক ধরা হইবে।

(ঘ) যে স্থলে কোন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষের বা দেওয়ানী আদালতের প্রদত্ত বাটওয়ারা কার্য্য সম্পাদনার্থ চূড়ান্ত আদেশে বা বাটওয়ারা আদেশসূচক ডিক্রির বিধানমতে বাটওয়ারার নিদর্শনপত্রের নিমিত্ত আবশ্যক ষ্টাম্প দেওয়া থাকে এবং ঐ আদেশ বা ডিক্রী অনুযায়ী বাটওয়ারার নিদর্শনপত্র পরে সম্পাদিত হয় সেই স্থলে ঐ নিদর্শন পত্রের মাশুল আট আনার অধিক হইবে না।

এক দলিলে বণ্টননামা লেখাপড়া হয়। প্রত্যেক শরিকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলিল সম্পাদনের আবশ্যক করে না। আমি অমুক "ক" চিহ্নিত সম্পত্তি লইলাম। আমি অমুক 'খ' চিহ্নিত সম্পত্তি লইলাম এইরূপ। ভিন্ন ভিন্ন দলিলে নয় যত জন সম্পাদনকারী থাকেন, ততগুলি অনুলিপি লেখাপড়া হওয়াই কর্ত্তব্য। মূল দলিলে যত টাকার ষ্টাম্প থাকুক না, অনুলিপিতে ১্ টাকার [illegible] মূল্যের ষ্টাম্প দিতে হইবে।

(১) রেজিষ্টারিকরণ শব্দ রেজিষ্টারিকরণ বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭৭ সালের আইনানু

(খ) রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনমত মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রয়োজন হইলে (১)	॥ আনা
(গ) (ক) দফার লিখিত স্থল ভিন্ন একই ব্যাপার সম্বন্ধে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে (২)	১৲ টাকা

সারে রেজিষ্টরিকরণের আনুষঙ্গিক প্রত্যেক কার্য্যও বুঝাইবে সুতরাং রেজিষ্ট্রি আফিসে দলিল দাখিল ও তাহার সম্পাদন স্বীকার একই বিষয় বুঝাইবে।

একখানি দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্যই ॥ আনা ষ্টাম্প লাগে। এখানে এক দিক পক্ষে ভিন্ন প্রকারের দুইখানি দলিল নহে একখানি দলিলের যদ্যপি পাঁচখানি অনুলিপি অর্থাৎ ডুপ্লিকেট থাকে তাহাও ইহার বলে রেজিষ্ট্রী হইবে কিন্তু একখানি কোবালার সঙ্গে যদ্যপি সেই বিষয় সম্বন্ধে একটা নাদাবি পত্র রেজিষ্ট্রী হয়, তাহা একই বিষয় সম্বন্ধে একাধিক দলিল বুঝাইবে না

(১) কোর্টফি দ্বারা অন্যান্য আদালতে মোক্তারনামা দেওয়া হয়. কিন্তু কলিকাতা ছোট আদালতে ষ্ট্যাম্প কাগজে তাহা সম্পাদিত হয় পক্ষ স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলে উকিলের নামে মোক্তারনামা লিখিয়া দিতে হয়

(২) দলিল সম্পাদন, রেজিষ্ট্রী আফিসে দাখিল ও তাহার সম্পাদন স্বীকার ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হইবে, ইহাই এডভোকেট জেনারল সাহেবের মত এবং বোর্ড তাহাতে অনুমোদন করিয়াছেন (Board's Circular No 7 of 1867) কিন্তু নূতন ধারার বিধান মতে তাহা অর্থ থাকিবে না ইহাতে স্পষ্ট লেখা আছে Other than those mentioned in clause (a)' সুতরাং দলিল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী কার্য্যের ক্ষমতা দেওয়া হইলে ১॥০ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে আর (ক) দফার ক্ষমতা একজন লোককে দেওয়া যায় কিন্তু এ ক্ষমতা একাধিক লোককে দেওয়া যাইতে পারিবে কোন একটী মোকদ্দমা চালাইবার ক্ষমতা দিলে এই বিধান মতে ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে ঐ মোক্তারনামা সম্পাদন করিতে হইবে সকল ধারাতেই কয়জন লোক দ্বারা কোন মোক্তারনামা সম্পাদিত হইবে তাহা লেখা আছে কিন্তু (ক) দফায় নাই. সুতরাং (ক) দফায় কয়জন মোক্তার নিযুক্ত হইতে পারেন তাহা অবস্থিত যদি বহুসংখ্যক মোক্তার নিযুক্ত হইতে পারেন এমন অর্থ হইত, তাহা হইলে (ক) দফায় এক বা তদধিক লোক লিখিবার আবশ্যক ছিল ॥ (ক) দফার মত লিখিলেই হইত তাহা না থাকায় বুঝা যায় (ক) দফায় একজন মাত্র মোক্তার নিযুক্ত হইতে পারে।

(ঘ) পাঁচের অনধিক ব্যক্তির প্রতি একাধিক ব্যাপারে কি সাধারণতঃ একত্র বা স্বতন্ত্র কার্য্য করিবার ক্ষমতা দান হইলে (১)	৫্ টাকা।
(ঙ) পাঁচের অধিক কিন্তু দশের অনধিক ব্যক্তির প্রতি একাধিক ব্যাপারে কি সাধারণতঃ একত্র বা স্বতন্ত্র কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইলে	১০্ টাকা
(চ) মূল্য লইয়া দেওয়া হইলে ও মোক্তারকে কোন স্থবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা দান হইলে (২)	মূল্যের টাকার (২৩নং) কোবালার তুল্য মাশুল।
(ছ) স্থলান্তরে	ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি একটাকা।

(১) পাঁচজন যদি ৫ জনকে স্বতন্ত্র ভাবে ক্ষমতা দেন তবে প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র দলিল বলিয়া গণ্য হইবে ও প্রত্যেকটীর দরুণ ৫্ টাকার হিসাবে ষ্টাম্প দিতে হইবে; যথা—'আমি শ্যামাচরণ,—রামচরণকে মোক্তার নিযুক্ত করিলাম, আমি বামাচরণ হরিদাসকে মোক্তার নিযুক্ত করিলাম' ইত্যাদি। 'আমি শ্যামাচরণ ও বামাচরণ আমরা উভয়ে রামচরণ ও হরিদাসকে মোক্তার নিযুক্ত করিলাম মোক্তারদের মধ্যে যে কেহ' ইত্যাদি সর্ত্ত থাকিলে তাহা ৫্ টাকার ষ্টাম্পেই লেখা হইবে

'একত্র বা স্বতন্ত্র কার্য্য' শব্দে সকল মোক্তারে একযোগে বা আলাহিদা ভাবে বুঝিতে হইবে মোক্তারদের ক্ষমতার কমি বেশী হইতে পারে তাহার ষ্টাম্প মাশুল স্বতন্ত্র লাগে না

(২) কোন কোবলায় যদ্যপি কেহ মোক্তার নামার সর্ত্ত পর্য্যন্ত দেন, তাহা হইলে কোবলার ষ্টাম্পের উপর মোক্তার নামার ষ্টাম্প দিতে হয়, এই ধারায় তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইল না ইহাতে কেবল একটী নূতন ক্ষমতা দেওয়া হইল ইহা ঠিক Composition deedএর ন্যায় হইয়াছে। রাম শ্যামের দশ হাজার টাকা ধারেন। আরও পাঁচ জনের নিকট পাঁচ হাজার টাকা ধারেন, এখন রাম শ্যামকে ক্ষমতা দিলেন যে আপনি এই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আপনার দেনা ও আরও যে পাঁচ হাজার টাকা দেনা আছে তাহা পরিশোধ করিবেন। এ স্থলে মোক্তার নিজের টাকার বিনিময়ে সেই সম্পত্তি পাইলেন। নিজের নামে তাহা কেন হইল না, অথচ মূল অধিকারীর হইয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিয়া লইলেন রাম নিজে ক্রেতা হইলে তাঁহাকে আরও ৫ হাজার টাকা দিতে হইত কিন্তু তাহা আর হইল না। এস্থলে সম্পত্তির দাম বেশী হইলেও দেনার টাকার

ব্যাখ্যা —এই দফার প্রয়োজনার্থ একাধিক ব্যক্তি একই ফার্মের লোক হইলে তাহাদিগকে এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে

৪৯ প্রমিসরি নোট [২ (২২) ধারার নির্দ্দিষ্ট অর্থানুযায়িক] (Promissory Note) ...	চাহিবা মাত্র দেয় কিম্বা চাহিবামাত্র দেয় না হইয়া অন্য প্রকারে দেয়, যেখানে যেরূপ হয় তদনুসারে (১৩ নং) বিল অফ এক্সচেঞ্জের তুল্য মাশুল
৫০ বিল বা নোটের প্রোটেষ্ট ...	এক টাকা
৫১ জাহাজের অধ্যক্ষের প্রোটেষ্ট ...	এক টাকা
৫২ প্রতিনিধিপত্র অর্থাৎ জিলা বা লোকেরবোর্ডের সভ্যদিগের কিম্বা মুনিসিপল কমিশনরদলের কোন একটি নির্ব্বাচন ইত্যাদিতে জানাইবার অনুমতিপত্র .	এক আনা
৫৩ যে টাকা বা অন্য সম্পত্তির পরিমাণ বা মূল্য কুড়ি টাকার অধিক তাহার নিমিত্ত [২ (২৩) ধারার নির্দ্দিষ্ট অর্থানুযায়িক] রসিদ (Receipt).	/০ আনা

পরিমাণ মত ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হইবে ... ল ও হয় তাহা রামের ব শ্যামেরও হইতে প রে রাম যখন ঐ সম্পত্তি অপরকে বেচিবেন, তখন অবশ্য যে মূল্যে বিক্রয় হইবে সেই মত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে

সাধারণ মোক্তার নামার বলে একপ আদান প্রদান হয় না, কারণ সাধারণ মোক্তার নামা দাতার ইচ্ছা মত রহিত (revoke) করা যায়, কিন্তু এ মোক্তারনামা তাহা হইবে না। মহাজনের আশু তাগাদা বা নালিশ হইতে খাতককে রক্ষা করিবার জন্য এ বিধান হইয়াছে অনেক স্থলে এমন হয় যে দেনদার বেচি বেচি করিয়া বেচিতেছেন না, বা মহাজন খাতকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন না, সেই স্থলে এরূপ মোক্তারনামার কার্য্য সম্পাদিত হইবে। ইহা মূল্য লইয়া (given for consideration) মোক্তারনামা দেওয়া। টাকা অগ্রে পাওয়া আবশ্যক অন্য স্থলে দলিল সম্পাদন বা রেজিষ্ট্রী না হইলে মূল্য পাওয়া ঘটিয়া উঠে না

৫৪ বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃ সমর্পণ পত্র
(Re conveyance of Mortgaged Property).

(ক) সম্পত্তিটা যত টাকার নিমিত্ত বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল তাহা ১০০০ টাকার অধিক না হইলে .. } পুনঃ সমর্পণ পত্রে বর্ণিত মূল্যের (২৩ নং) কোবলার তুল্য মাশুল

(খ) স্থলান্তরে (১) .. ১০৲ টাকা

৫৫ মুক্তিপত্র, (Release) অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যে নিদর্শনপত্র দ্বারা অন্য ব্যক্তির উপর কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কোন সম্পত্তির উপর দাওয়া পরিত্যাগ করেন তাহা .

(ক) দাওয়ার টাকা বা মূল্য ১,০০০৲ টাকার অধিক না হইলে .. } মুক্তিপত্রে বর্ণিত টাকার বা মূল্যের (১৫ নং) তমসুকের তুল্য মাশুল

(খ) স্থলান্তরে (২) . ■৲ টাকা

৫৬ রেস্পণ্ডেন্সিয়া বাণ্ড অর্থাৎ এরূপ নিদর্শনপত্র যদ্দ্বারা জাহাজে বোঝাই লওয়া কি বোঝাই লওয়া হইবে এরূপ মালের মাত্রবলীতে এবং যাহা যদি ঠিকানায় পৌঁছে তবে পরিশোধ করা হইবে নতুবা নহে এরূপ নিয়মে টাকা কর্জ্জ লওয়া হয় ... ... } যত টাকার ঋণ কায়দা করা হয় তত টাকার (১৫ নং) নিবন্ধপত্রের তুল্য মাশুল

মূল কোবলায় বিক্রয় ক্ষান্ত দিলে টাকা প্রাপ্তি সম্ভবে না কেন না দলিল রেজিষ্ট্রী না হইলে হয় ত টাকা পাওয়া যায় না সুতরাং সে স্থলে সে বিধান খাটে না

(১) বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী টাকা ফেরত পাইয়া বন্ধকদাতাকে সেই টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াও সেই বন্ধকী সম্পত্তিতে তাঁহার আর কোন দাবি দাওয়া নাই ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া যে দলিল লিখিয়া দেন, তাহাকেই 'বন্ধকী সম্পত্তি পুনঃ সমর্পণ পত্র' কহে কোন বিষয় দখলসংযুক্ত বন্ধক দিলে এই দলিল লেখাইয়া লওয়াই নিয়ম ইহার ষ্ট্যাম্প নির্ণয় কালে সুদের উপর ষ্ট্যাম্প বহন দিবার আবশ্যক নাই কেবল যে টাকার জন্য সম্পত্তি বন্ধক ছিল তাহারই উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। ঋণের পরিমাণ ১০০০৲ টাকার অধিক হইলে ১০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প লাগে

(২) ৯ হাজার টাকার অস্থাবর সম্পত্তির দাওয়া ৫০০৲ টাকা পাইয়া ছাড়িয়া দিলে

৫৭ জামিন নামা, (Security Bond.) অর্থাৎ প্রতিভূস্বরূপ নিবন্ধনপত্র বা বন্ধকীপত্র অর্থাৎ যথারীতি কোন পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে কিম্বা ঐ পদের বলে যে টাকা কি অন্য সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহার হিসাব দিবার নিমিত্তে সম্পাদিত কিম্বা উপযুক্ত মতে কোন চুক্তি অনুসারে কার্য্য হইবার জন্য কোন জামিনদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত, প্রতিভূস্বরূপ নিবন্ধনপত্র বা বন্ধকীপত্র—

(ক) কায়দ কর টাকা ১০০০৲ টাকার অনধিক হইলে (১) ... ... { কায়দা কর টাকার (১৫ নং) তমস্থকের তুল্য মাসুল।

(খ) স্থলান্তরে (২) ... ... ৫৲ টাকা

তাহাতে ৫ শত টাকার পরিমাণ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে (বাঃ বোর্ডের মন্তব্য নং ১৩৫৩ ইং ১৮৮২ সাল)। রাম শ্যামের নিকট ৫০০৲ টাকা লইয়া তৎপরিবর্ত্তে কোন সম্পত্তি তাহার দখলে দিয়া আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, পরে সেই সম্পত্তি তাঁহার বিপিনকে বিক্রয় করেন বিপিন শ্যামকে ঐ দেনার টাকা পরিশোধ করিলে, শ্যাম একটী মুক্তিপত্র লিখিয়া দেন। স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা মুক্তিপত্র রিকন্‌ভেয়েন্স নহে (বাঃ বোর্ডের মন্তব্য নং ২৫৭ ইং ১৮৮১ সাল) এস্থলে বুঝা যায় যে মূল বন্ধক দাতাকে যে দলিল লিখিয়া দেওয়া হয় তাহাই রিকন্‌ভেয়েন্স, অপরকে লিখিয়া দিলে তাহ মুক্তিপত্র মধ্যে গণ্য হইবে

অনেক ইহা একরার মনে করিয়া সম্পত্তির মূল্য লিখিয়া দেন না, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। তবে দাদাবি যদি ৫৲ টাকার কাগজে লেখাপড়া হইয় থাকে তাহা হইলে মূল্য উল্লেখের আবশ্যক নাই। ৫৲ টাকার কম মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিয়া তাহাতে মূল্য উল্লেখ না করিলে দলিল ইম্পাউণ্ড হইবে

(১) গোমস্তাগিরির একরার ও জামিননামা এক দলিলে লেখ পড়া হইতে পারে তাহার জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হয় ন

(২) গোমস্তার কবুলতি আলাহিদা লেখাপড়া হইলেও জামিনী কবুলতির সঙ্গে ষ্ট্যাম্প লাগে অনেক জামিনী কবুলতিতে সাধারণ কবুলতির ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিয়া থাকেন। জামিনী যত টাকার হউক কবুলতি ১৲ টাকার ষ্ট্যাম্পেই লেখাপড়া হইবে, এই ভ্রম বিশ্বাসে পড়িয়া অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয় থাকেন জামিনী ও কবুলতির ষ্ট্যাম্প একই প্রকার ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরিমাণে দায়ী থাকিবে, সেই পরিমাণ টাকা কবুলতিতে উল্লেখ করিয়া তদনুযায়ী ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে টাকার উল্লেখ না থাকিলে ৫৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে

৫৮	নিরূপণপত্র, (যায় যৌতুকপত্র)... (Settlement.)	নিরূপণপত্রে বর্ণিত সম্পত্তির পরিমাণ বা মূল্যের সমান টাকার (১৫ নং) তমস্থকের তুল্য মাশুল কিন্তু যে স্থলে নিরূপণার্থ একবার নামার নিরূপণপত্রের উপযুক্ত মাশুল দেওয়া হয় এবং ঐ একবার নামার সর্ত্তানুযায়িক নিরূপণপত্র পরে সম্পাদিত হয়, সে স্থলে ঐ নিদর্শন পত্রের মাশুল আট আনার অধিক হইবে না।
থ	নিরূপণপত্রের অন্যথাকরণ পত্র ... (Revocation of Settlement).	যে মূল্য বা পরিমাণ অন্যথা করণের নিদর্শন পত্রে লিখিত হয় তদ্‌তুল্য টাকার (১৫ নং) তমস্থকের তুল্য মাশুল, কিন্তু দশ টাকার অধিক নহে
৫৯	ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনমতে প্রচারিত বাহককে দেয় শ্যার ওয়ারণ্ট	ওয়ারণ্টের লিখিত শ্যার গুলি নামতঃ যে পরিমাণ টাকার তাহার সমান মূল্যের (২৩নং) সমর্পণ পত্রের উপর যেমাশুল লাগে তাহার তিন চতুর্থাংশ মাশুল
৬০	শিপিং অর্ডার অর্থাৎ কোন জাহাজে মাল লইয়া যাইবার জন্ম কি মাল লইয়া যাওয়া সম্পর্কীয় আদেশ পত্র	এক আনা

গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা যে জামিন নামা লেখাপড় করিবেন ■হা সাদা কাগজে হইবে। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সম্পাদিত কোন দলিলে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না

৬১ ইস্তফানামা (Surrender of lease).

(ক) পাট্টার পাঁচ টাকার অধিক মাশুল না লাগিলে (১) — মূল পাট্টা বা কবুলতি পত্রের উপর যত মাশুল তত।

(খ) স্থলান্তরে .. .. . ৫৲ টাকা

৬৩ হস্তান্তরপত্র (Transfer) মূল্য লইয়া দেওয়া হউক বা না লইয়া দেওয়া হউক—

(গ) তমসুক বন্ধকীপত্র কি বিমাপত্র দ্বারা রক্ষিত কোন স্বার্থের হস্তান্তর পত্র—

(/০) উক্ত কোন দলিলের ষ্টাম্প পাঁচ টাকার অনধিক হইলে ... — যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইবে, তাহার মূল দলিলে যে মাশুল আছে তাহা

(৶০) স্থলান্তরে ... ... ৫৲ টাকা

(ঙ) কোন ট্রাষ্টির নিকট হইতে অন্য ট্রাষ্টিকে বিনা মূল্যে কোন ট্রাষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর হইলে— ... ৫৲ টাকা

বর্জ্জিত স্থল

পৃষ্ঠলিপিক্রমে (Endorsement) হস্তান্তর পত্র

(ক) বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি চেকের কি প্রমিসরি নোটের।

(খ) বিল অফ লেডিং, অর্পণ করিবার আদেশ পত্র, মাল প্রাপ্তির ওয়ারেন্ট কিম্বা মালের অধিকারসূচক অন্য সওদাগরি দলিলের।

(গ) বিমাপত্রের

(ঘ) ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের সিকুরিটীর।

সাদা কাগজে লেখা পাট্টা বা কবুলতির হস্তান্তরপত্র

---

(১) পাট্টা বা কবুলতি যদি ৩৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হইয়া থাকে তাহা হইলে ইস্তফাও ৩৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে হইবে। পাট্টার সমস্ত সম্পত্তি ইস্তফা না দিলেও ঐ ৩৲ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে আংশিক ইস্তফার জন্য কোন স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্পবিধান নাই (রাঃ বোর্ডের মন্তব্য।)

৬৩ লেবং বিলিব ভাবেরণ হইতে পট্টা ব[illegible] হস্তান্তরকরণ (১) ... (Transfer of lease)	হস্তান্তর মূল্যের সমান মূল্যে (২৩ নং) কোবালার তুল্য মাশুল
৬৪ ট্রাস্ট (Trust),	
(ক) নির্দেশপত্র উইল ভিন্ন কোন সম্পত্তির কি তৎসংক্রান্ত ট্রাস্টের নির্দেশপত্র (২) ..	সম্পত্তির যে পরিমাণ বা মূল্য নির্দেশপত্রে লিখিত থাকে তদতুল্য টাকার (১৫ নং) তমস্সুকের তুল্য মাশুল কিন্তু ১৫ টাকার অধিক নহে
(খ) অন্যথাকরণপত্র উইল ভিন্ন নির্দেশপত্র-প্রযোগে কৃত কোন সম্পত্তির বা কোন সম্পত্তিসংক্রান্ত ন্যাসের অন্যথাকরণপত্র	সম্পত্তির যে পরিমাণ বা মূল্য নির্দেশপত্রে লিখিত থাকে তদতুল্য টাকার (১৫ নং) তমস্সুকের তুল্য মাশুল কিন্তু ১০ টাকার অধিক নহে

উইল

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৭০ [illegible] তারিখের ১০৭ নং অনুজ্ঞানুসারে উইল [illegible] মাশুল [illegible] হইয়া থাকে (৩)

[illegible] ষ্ট্যাম্প [illegible] যে সকল দলিলে [illegible] নিয়ম উল্লেখ আছে, তদ্ব্যতীত [illegible] ষ্ট্যাম্প [illegible]

(১) [illegible] যে [illegible]

(২) [illegible] হইয়াছিলেন [illegible] I. L. R. 1 Mad 21

(৩) [illegible]

এস্ বিশ্বাস এণ্ড ব্রাদার্সের

জুবিলি পাউডার।

ইহা দদ্রু রোগের মহৌষধ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের দাদ নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে, ব্যবহারে জ্বালা যন্ত্রণা নাই এবং কোন দূষিত পদার্থ নাই। মূল্য প্রতি শিশি [illegible] ডজন ২০ টাকা। মাশুল ১ হইতে ৪ শিশি ৵০ আনা [illegible] ৵০ আনা লাগে। মফঃস্বলে পাঠাইবার সুবিধার জন্য প্যাকেট প্রস্তুত হইয়াছে। ঔষধ কিনিতে [illegible] প্যাকেট [illegible] ইহা আমাদের এখানে পাইবেন।

এস্ বিশ্বাস এণ্ড ব্রাদার্স
২৩১ নং অপার চিৎপুর রোড, বড়বাজার, কলিকাতা

দুই একটী প্রশংসাপত্র দেখুন

Certified that Messrs S. Biswas & Bros. "Jubilee Powder" is an excellent medicine for ringworm. It is free from mercury or any other poisonous ingredients and cures ringworm quickly and completely. I strongly recommend its use to the Public. (Sd.) K[illegible] Dey [illegible], Calcutta.

I have tried the "Jubilee Powder" manufactured by Messrs S. Biswas & Bros. of Burrabazar, Calcutta in several cases of ringworm and found it to be very efficacious.
(Sd.) Syamnirod Gupta [illegible] Asst. Surgeon [illegible] 13-11-09.

আপনাদের "জুবিলি পাউডার" একটী মহৌষধ বটে। [illegible] হইতে প্রকৃতই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে [illegible] ব্যবহারে কোন কষ্ট নাই। কুমার শরৎকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শোভাবাজার রাজবাটি, কলিকাতা।

The effect of your "Jubilee Powder" is really miraculous.
(Sd.) N. C. N[illegible], Zemindar, Laharidolla, Gya.

"জুবিলি পাউডার" প্রকৃতই অসাধারণ আশ্চর্য্য মহৌষধ। ইহার আশ্চর্য্য গুণ এই যে ইহাতে দদ্রু [illegible] রোগ হয় অথচ আর সেখানে রোগ দেখা যায় না। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ শেঠ, [illegible], [illegible], জাহানাবাদ, হুগলী

আমি আপনাদের এক শিশি জুবিলি পাউডার আনাইয়া একদিন মাত্র ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। কুমার প্রণয়েন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। ২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,—কলিকাতা

আপনাদের জুবিলি পাউডার ব্যবহার করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। ইহা প্রকৃতই অত্যাশ্চর্য্য গুণসম্পন্ন।

শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।

৩।১ নং হরলাল মিত্রের গলি, কলিকাতা

আমার দাদ একেবারে আরোগ্য হইয়াছে, আমি আর আপনাদের জুবিলি পাউডারের গুণ কি বলিব? যাঁহারা পরীক্ষা করিবেন তাঁহারাই ইহার অলৌকিক ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন। ইহা যে অতি অল্প দিনের মধ্যে দেশব্যাপী হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীবিষ্ণু চন্দ্র বসু।

কেয়ার অফ্ রায় বিপিন বিহারী মিত্র,

শ্যামবাজার,—কলিকাতা।

জুবিলি পাউডারের প্রশংসা লোক মুখেই শুনিতাম ও বিজ্ঞাপনাদি দেখিয়া সাধারণ আড়ম্বরযুক্ত বিজ্ঞাপন বোধ করিয়া ঔষধটী অগ্রাহ্য করিতাম, কিন্তু এক্ষণে আমি নিজে ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি।

কুমার এম্, কে, দেব বাহাদুর,

শোভাবাজার রাজবাটী,—কলিকাতা

আমি আপনাদের "জুবিলি পাউডার" ব্যবহার করিয়া আমার দদ্রুর দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে একেবারে মুক্ত হইয়াছি। আশা করি আপনাদের "জুবিলি পাউডার" পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে।

শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়

১৮।১ মধু রায়ের গলি,—কলিকাতা।

"জুবিলি পাউডার" নিজগুণে প্রশংসিত, ইহার প্রশংসা করাই বাহুল্য মাত্র। এই মহৌষধ একবার মাত্র ব্যবহার করিলে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

কুক এণ্ড কোম্পানীর আফিস,—কলিকাতা।